

# গীতাঞ্জলি

১৯১২ খৃষ্টাব্দের মার্চ এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে, দিনকতকের জন্য শিলাইদহে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর শরীর অসুস্থ, মন ক্লান্ত, বড় কাজে হাত দেবার মত অবস্থা ছিল না। কিন্তু শিলাইদহের শান্ত ও সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রবীন্দ্রনাথ অনেক সুস্থ বোধ করলেন, এবং খেলাচ্ছলে একটি হালকা কাজে হাত দিলেন। কাজটি হল তাঁর সদ্যরচিত গীতাঞ্জলি থেকে কিছু কিছু কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করা। ভেবেছিলেন ভিন্ন ভাষার মাধ্যমে তাঁর রচনা কি চেহারা নেয় দেখা যাক। প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও ক্রমে কাজটা তাঁকে অধিকার করে নিল। হয়ত আসন্ন বিদেশযাত্রায় সেখানকার গুণীজনের কাছে আত্মপরিচয় দেবার একটা বাসনাও তাঁর মগ্নচেতন্যে কাজ করে থাকতে পারে। তাই পরের মাসে তিনি যখন ইংলণ্ডগামী জাহাজে চড়লেন তখন একটি খাতা প্রায় ভরে গেছে। জাহাজেও রচনাকর্ম চলতে লাগল। এইরকম করে একশ তিনটি কবিতা অনূদিত হয়ে ইংরাজি গীতাঞ্জলির চেহারা নিল। পরবর্তী ইতিহাস অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ইতিহাস সকলেরই জানা।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এই song offerings কিন্তু বাংলা গীতাঞ্জলির হুবহু অনুবাদ নয়। এতে গীতাঞ্জলি থেকে ৫৩ টি, নৈবেদ্য থেকে ১৬, খেয়া থেকে ১৭, গীতিমাল্য থেকে ১৬, শিশু থেকে ৩, এবং উৎসর্গ, স্মরণ, ও চৈতালি থেকে ১টি করে কবিতার অনুবাদ আছে।

ইংরাজি অনুবাদগুলি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। মূল কবিতাগুলি পদ্যছন্দের হলেও ইংরাজি রূপটি গদ্যছন্দের। বড় কিছু কিছু কবিতা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এক স্থানে দুটি কবিতা মিলিয়ে একটির রূপ পেয়েছে। অনুবাদের ভাষা সংহত, সহজ, এবং খানিকটা মন্তোচ্চারনের মত গাঢ়বন্দ। মন্তের মতই এর মধ্যে একটি তীব্র অভিঘাত আছে যা বাংলার থেকে আলাদা। সব মিলিয়ে ইংরাজি গীতাঞ্জলি শুধুই অনুবাদ নয়, স্বতন্ত্র রচনা।

রবীন্দ্রনাথের সার্থশতবর্ষে সৃষ্টিস্থানের পক্ষ থেকে সেই ইংরাজি গীতাঞ্জলি ও তার মূল বাংলা রূপগুলি সমান্তরালভাবে প্রকাশ করা হল।

আমারে তুমি অশেষ করেছ  
 এমনি লীলা তব।  
 ফুরয়ে ফেলে আবার ভরেছ  
 জীবন নব নব।  
 কত যে গিরি কত যে নদীতীরে  
 বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,  
 কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে  
 কাহারে তাহা কব।

তোমারি ওই অমৃতপরশে  
 আমার হিয়াখানি  
 হারালো সীমা, বিপুল হরষে  
 উথলি উঠে বাণী  
 আমার শুধু একটি মুঠি ভরি  
 দিতেছ দান দিবসবিভাবরী,  
 হল না সারা কত - না যুগ ধরি,  
 কেবলি আমি লব।

গীতিমাল্য ২৩

1

THOU hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life.

This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new.

At the immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable.

Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill.

তুমি যখন গান গাহিতে বল'  
 গর্ব আমার ভরে ওঠে বৃকে,  
 দুই আঁখি মোর করে ছলছল  
 নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।  
 কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে  
 গলিতে চায় অমৃতময় গানে,  
 সব সাধনা আরাধনা মম  
 উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে।

তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে,  
 ভালোলাগে তোমার ভালো লাগে—  
 জানি আমি এই গানেরই বলে  
 বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই  
 গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,  
 সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে—  
 বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।

গীতাঞ্জলি ৭৮

WHEN thou commandest me to sing  
 it seems that my heart would break  
 with pride ; and I look to thy face,  
 and tears come to my eyes.

All that is harsh and dissonant in my  
 life melts into one sweet harmony and  
 my adoration spreads wings like a  
 glad bird on its flight across the sea.

I know thou takest pleasure in my  
 singing. I know that only as a singer  
 I come before thy presence.

I touch by the edge of the far spread-  
 ing wing of my song thy feet which I  
 could never aspire to reach.

Drunk with the joy of singing I for-  
 get myself and call thee friend who  
 art my lord.

তুমি কেমন করে গান কর যে, গুণী,  
 অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।  
 সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,  
 সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,  
 পাষণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে  
 বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।

মনে করি অমনি সুরে গাই,  
 কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।  
 কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে—  
 হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে—  
 আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে  
 চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।

গীতাঞ্জলি ২২

3

I KNOW not how thou singest, my  
 master ! I ever listen in silent amaze-  
 ment.

The light of thy music illumines the  
 world. The life breath of thy music runs  
 from sky to sky. The holy stream of  
 thy music breaks through all stony ob-  
 stacles and rushes on.

My heart longs to join in thy song, but  
 vainly struggles for a voice. I would  
 speak, but speech breaks not into song,  
 and I cry out baffled. Ah, thou hast  
 made my heart captive in the end-  
 less meshes of thy music, my master !

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ  
 লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনীদিবস  
 প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি  
 রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি।  
 মনে তুমি বিরাজিছ হে পরমজ্ঞান,  
 এই কথা সদা স্মরি মোর সর্বধ্যান  
 সর্বচিন্তা হতে আমি সর্বচেস্তা করি  
 সর্বমিথ্যা রাখি দিব দূরে পরিহরি।

হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন  
 এই কথা মনে রেখে করিব শাসন  
 সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব অমঙ্গল—  
 প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্মল।  
 সর্ব কর্মে তব শক্তি এই জেনে সার  
 করিব সকল কর্মে তোমারে প্রচার।

নৈবেদ্য ৭৫

4

LIFE of my life, I shall ever try to keep  
 my body pure, knowing that thy living  
 touch is upon all my limbs.

I shall ever try to keep all untruths out  
 from my thoughts, knowing that thou art  
 that truth which has kindled the light of  
 reason in my mind.

I shall ever try to drive all evils away from  
 my heart and keep my love in flower,  
 knowing that thou hast thy seat in the  
 inmost shrine of my heart.

And it shall be my endeavour to reveal  
 thee in my actions, knowing it is thy  
 power gives me strength to act.

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে  
 আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।  
 আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে  
 আমি সাঙগ করব পরে।  
 না চাহিলে তোমার মুখপানে  
 হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,  
 কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত  
 ফিরি কূলহারা সাগরে।  
 বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে  
 এল আমার বাতায়নে  
 অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে,  
 ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।  
 আজকে শুধু একান্তে আসীন  
 চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,  
 আজকে জীবন-সমর্পণের গান  
 গাব নীরব অবসরে।

গীতিমাল্য ২০

5

I ASK for a moment's indulgence to sit by thy side. The works that I have in hand I will finish afterwards.

Away from the sight of thy face my heart knows no rest nor respite, and my work becomes an endless toil in a shoreless sea of toil.

To-day the summer has come at my window with its sighs and murmurs; and the bees are plying their minstrelsy at the court of the flowering grove.

Now it is time to sit quiet, face to face with thee, and to sing dedication of life in this silent and overflowing leisure.

৬

ছিন্ন ক'রে লও হে মোরে,  
আর বিলম্ব নয়।  
ধুলায় পায়ে ঝ'রে পড়ি  
এই জাগে মোর ভয়।  
এ ফুল তোমার মালার মাঝে  
ঠাই পাবে কি জানি না যে,  
তবু তোমার আঘাতটি তার  
ভাগ্যে যেন রয়।  
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো,  
আর বিলম্ব নয়।

কখন্ যে দিন ফুরিয়ে যাবে—  
আসবে আঁধার ক'রে,  
কখন্ তোমার পূজার বেলা  
কাটবে অগোচরে।  
যেটুকু এর রঙ ধরেছে,  
গন্ধে সুধায় বুক ভরেছে,  
তোমার সেবায় লও সেটুকু  
থাকতে সুসময়।  
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো,  
আর বিলম্ব নয়।

গীতাঞ্জলি ৮৭

6

PLUCK this little flower and take it, delay not!  
I fear lest it droop and drop into the dust.

It may not find a place in thy garland, but honour it with a touch of pain from thy hand and pluck it. I fear lest the day end before I am aware, and the time of offering go by.

Though its colour be not deep and its smell be faint, use this flower in thy service and pluck it while there is time.

আমার এ গান ছেড়েছে তার  
 সকল অলংকার  
 তোমার কাছে রাখে নি আর  
 সাজের অহংকার  
 অলংকার যে মাঝে প'ড়ে  
 মিলনেতে আড়াল করে,  
 তোমার কথা ঢাকে যে তার  
 মুখর ঝংকার।

তোমার কাছে খাটে না মোর  
 কবির গরব করা—  
 মহাকবি, তোমায় পায়ে  
 দিতে চাই যে ধরা।  
 জীবন লয়ে যতন করি  
 যদি সরল বাঁশি গড়ি,  
 আপন সুরে দিবে ভরি  
 সকল ছিদ্র তার

গীতাঞ্জলি ১২৫

7

MY song has put off her adornments. She has no pride of dress and decoration. Ornaments would mar our union ; they would come between thee and me; their jingling would drown thy whispers.

My poet's vanity dies in shame before thy sight. O master poet, I have sat down at thy feet. Only let me make my life simple and straight, like a flute of reed for thee to fill with music.



রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,  
 পরাও যারে মণিরতন - হার—  
 খেলাধুলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে,  
 বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।  
 ছেঁড়ে পাছে আঘাত লাগি,  
 পাছে ধুলায় হয় সে দাগি,  
 আপনকে তাই সরিয়ে রাখে সবার হতে দূরে,  
 চলতে গেলে ভাবনা ধরে তার—  
 রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,  
 পরাও যারে মণিরতন - হার।

কী হবে, মা, অমন - তরো রাজার মতো সাজে,  
 কী হবে ওই মণিরতন হারে—  
 দুয়ার খুলে দাও যদি তো ছুটি পথের মাঝে  
 রৌদ্রবায়ু-ধুলাকাদার পাড়ে।  
 যেথায় বিশ্বজনের মেলা,  
 সমস্ত দিন নানান খেলা,  
 চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,  
 সেথায় সে যে পায় না অধিকার—  
 রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,  
 পরাও যারে মণিরতন - হার।

গীতাঞ্জলি ১২৭

THE child who is decked with prince's robes and who has jewelled chains round his neck loses all pleasure in his play ; his dress hampers him\* at every step.

In fear that it may be frayed, or stained with dust he keeps himself from the world, and is afraid even to move.

Mother, it is no gain, thy bondage of finery, if it keep one shut off from the healthful dust of the earth, if it rob one of the right of entrance to the great fair of common human life.

৯

আর আমায় আমি নিজের শিরে  
বইব না।

আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে  
রইব না।

এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে  
বেরিয়ে পড়ব অবহেলে—  
কোনো খবর রাখব না ওর,  
কোনো কথাই কবই না।  
আমায় আমি নিজের শিরে  
বইব না।

বাসনা মোর যারেই পরশ  
করে সে

আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে  
নিমেষে।

ওরে, সেই অশুচি দুই হাতে  
যা এনেছে চাই নে সে আর,  
তোমার প্রেমে বাজবে না যা  
সে আর আমি সহিব না।  
আমায় আমি নিজের শিরে  
বইব না।

গীতাঞ্জলি ১০৫

9

O FOOL, to try to carry thyself upon  
thy own shoulders ! O beggar, to come  
to beg at thy own door !

Leave all thy burdens on his hands who  
can bear all, and never look behind in  
regret.

Thy desire at once puts out the light  
from the lamp it touches with its breath.  
It is unholy- take not thy gifts through  
its unclean hands. Accept only what is  
offered by sacred love.

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন  
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে  
সবার পিছে, সবার নীচে,  
সব-হারাদের মাঝে।

যখন তোমায় প্রণাম করি আমি  
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি—  
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে  
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে  
সবার পিছে, সবার নীচে,  
সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের'  
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে  
সবার পিছে, সবার নীচে,  
সব-হারাদের মাঝে।  
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি  
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি—  
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে  
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে  
সবার পিছে, সবার নীচে,  
সব-হারাদের মাঝে।

গীতাঞ্জলি ১০৭

10

HERE is thy footstool and there rest thy  
feet where live the poorest, and lowliest,  
and lost.

When I try to bow to thee, my obeisance  
cannot reach down to the depth where thy  
feet rest among the poorest, and lowliest,  
and lost

Pride can never approach to where thou  
walkest in the clothes of the humble among  
the poorest, and lowliest, and lost.

My heart can never find its way to where  
thou keepest company with the  
companionless among the poorest, the low-  
liest, and the lost.

ভজন পূজন সাধন আরাধনা

সমস্ত থাক্ পড়ে।

বুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে

কেন আছিস ওরে।

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন - মনে

কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,

নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—

দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে

করছে চাষা চাষ—

পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,

খাটছে বারো মাস।

রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে

ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—

তাঁরি মতন শূচি বসন ছাড়ি

আয় রে ধুলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,

মুক্তি কোথায় আছে।

আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে

বাঁধা সবার কাছে।

রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,

ছিঁদ্রুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি—

কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে

ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

গীতাঞ্জলি ১১৯

11

LEAVE this chanting and singing and telling of beads ! Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut ? Open thine eyes and see thy God is not before thee!

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path- maker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil !

Deliverance ? Where is this deliverance to be found ? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation ; he is bound with us all for ever.

Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense ! What harm is there if thy clothes become tattered and stained ? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow.

অনেক কালের যাত্রা আমার  
 অনেক দূরের পথে,  
 প্রথম বাহির হয়েছিলেম  
 প্রথম আলোর রথে।  
 গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে  
 পথের চিহ্ন এলেম এঁকে  
 কত যে লোক - লোকান্তরের  
 অরণ্যে পর্বতে।

সবার চেয়ে কাছে আসা  
 সবার চেয়ে দূর।  
 বড়ো কঠিন সাধনা, যার  
 বড়ো সহজ সুর।  
 পরের দ্বারে ফিরে, শেষে  
 আসছে পথিক আপন দেশে—  
 বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে  
 অন্তরের ঠাকুর।

‘এই যে তুমি’ এই কথাটি  
 বলব আমি ব’লে  
 কত দিকেই চোখ ফেরালাম  
 কত পথেই চ’লে।  
 ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়  
 ‘আছ-আছ’র স্রোত বহে যায়  
 ‘কই তুমি কই’ এই কাঁদনের  
 নয়ন-জলে গ’লে।

গীতিমাল্য ১৪

12

THE time that my journey takes is long and  
 the way of it long.

I came out on the chariot of the first gleam of  
 light, and pursued my voyage through the  
 wildernesses of worlds leaving my track on  
 many a star and planet.

It is the most distant course that comes near-  
 est to thyself, and that training is the most  
 intricate which leads to the utter simplicity of  
 a tune.

The traveller has to knock at every alien door  
 to come to his own, and one has to wander  
 through all the outer worlds to reach the in-  
 nermost shrine at the end.

My eyes strayed far and wide before I shut  
 them and said " Here art thou ! "

The question and the cry "Oh, where ? " melt  
 into tears of a thousand streams and deluge  
 the world with the flood of the assurance " I  
 am I "

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার  
হয় নি সে গান গাওয়া—  
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার  
কেবল গাইতে চাওয়া।

আমার লাগে নাই সে সুর, আমার  
বাঁধে নাই সে কথা—  
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে  
গানের ব্যাকুলতা।  
আজও ফোটে নাই সে ফুল, শুধু  
বহেছে এক হাওয়া।

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি  
শুনি নাই তার বাণী—  
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার  
পায়ের ধ্বনিখানি।  
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন  
করে আসা-যাওয়া।  
শুধু আসন পাতা হল আমার  
সারাটি দিন ধরে—  
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে  
ডাকব কেমন করে।  
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে  
হয় নি আমার পাওয়া।

গীতাঞ্জলি ৩৯

13

THE song that I came to sing remains un-  
sung to this day.

I have spent my days in stringing and in  
unstringing my instrument.

The time has not come true, the words have  
not been rightly set ; only there is the agony  
of wishing in my heart.

The blossom has not opened ; only the wind  
is sighing by.

I have not seen his face, nor have I listened  
to his voice ; only I have heard his gentle  
footsteps from the road before my house.

The livelong day has passed in spread- ing  
his seat on the floor ; but the lamp has not  
been lit and I cannot ask him into my house.

I live in the hope of meeting with him ; but  
this meeting is not yet.



আমি হেথায় থাকি শুধু  
 গাইতে তোমার গান,  
 দিয়ো তোমার জগৎসভায়  
 একটুকু মোর স্থান।  
 আমি তোমার ভুবন-মাবে  
 লাগি নি, নাথ, কোনো কাজে,  
 শুধু কেবল সুরে বাজে  
 অকাজের এই প্রাণ।

নিশার নীরব দেবালয়ে  
 তোমার আরাধন,  
 তখন মোরে আদেশ করো  
 গাইতে হে রাজন।  
 ভোরে যখন আকাশ জুড়ে  
 বাজবে বীণা সোনার সুরে  
 আমি যেন না রই দূরে  
 এই দিয়ো মোর মান।

গীতাঞ্জলি ৩১

15

I AM here to sing thee songs. In this hall  
 of thine I have a corner seat

In thy world I have no work to do ; my  
 useless life can only break out in tunes  
 without a purpose.

When the hour strikes for thy silent wor-  
 ship at the dark temple of midnight, com-  
 mand me, my master, to stand before thee  
 to sing.

When in the morning air the golden harp  
 is tuned, honour me, commanding my  
 presence.



জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।

ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।

নয়ন আমার রূপের পুরে  
সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে,  
শ্রাবণ আমার গভীর সুরে  
হয়েছে মগন।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার

বাজাই আমি বাঁশি।

গানে গানে গেঁথে বেড়াই।

প্রাণের কান্নাহাসি।

এখন সময় হয়েছে কি।  
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি  
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব  
এ মোর নিবেদন।

গীতাঞ্জলি ৪৪

16

I HAVE had my invitation to this world's  
festival, and thus my life has been blessed.  
My eyes have seen and my ears have heard.

It was my part at this feast to play upon my  
instrument, and I have done all I could.

New, I ask, has the time come at last when I  
may go in and see thy face and offer thee my  
silent salutation ?

প্রেমের হাতে ধরা দেব  
 তাই রয়েছি বসে;  
 অনেক দেরি হয়ে গেল,  
 দোষী অনেক দোষে।  
 বিধিবিধান - বাঁধন - ডোরে  
 ধরতে আসে, যাই যে সরে—  
 তার লাগি যা শাস্তি নেবার  
 নেব মনের তোষে।  
 প্রেমের হাতে ধরা দেব  
 তাই রয়েছি বসে।

লোকে আমায় নিন্দা করে,  
 নিন্দা সে নয় মিছে—  
 সকল নিন্দা মাথায় ধরে  
 রব সবার নীচে।  
 শেষ হয়ে যে গেল বেলা,  
 ভাঙল বেচা-কেনার মেলা—  
 ডাকতে যারা এসেছিল  
 ফিরল তারা রোষে।  
 প্রেমের হাতে ধরা দেব  
 তাই রয়েছি বসে।

গীতাঞ্জলি ১৫১

17

I AM only waiting for love to give myself up at last into his hands. That is why it is so late and why I have been guilty of such omissions.

They come with their laws and their codes to bind me fast; but I evade them ever, for I am only waiting for love to give myself up at last into his hands.

People blame me and call me heed- less ; I doubt not they are right in their blame.

The market day is over and work is all done for the busy. Those who came to call me in vain have gone back in anger. I am only waiting for love to give myself up at last into his hands.

১৮

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,  
আঁধার করে আসে—  
আমায় কেন বসিয়ে রাখ  
একা দ্বারের পাশে।

কাজের দিনে নানা কাজে  
থাকি নানা লোকের মাঝে,  
আজ আমি যে বসে আছি  
তোমারি আশ্বাসে।  
আমায় কেন বসিয়ে রাখ  
একা দ্বারের পাশে।

তুমি যদি না দেখা দাও  
করো আমায় হেলা,  
কেমন করে কাটে আমার  
এমন বাদল-বেলা।

দূরের পানে মেলে আঁখি  
কেবল আমি চেয়ে থাকি,  
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়  
দুরন্ত বাতাসে।  
আমায় কেন বসিয়ে রাখ।  
একা দ্বারের পাশে।

গীতাঞ্জলি ১৬

18

CLOUDS heap upon clouds and it darkens.  
Ah, love, why dost thou let me wait outside  
at the door all alone ?

In the busy moments of the noontide work I  
am with the crowd, but on this dark lonely  
day it is only for thee that I hope.

If thou showest me not thy face, if thou  
leavest me wholly aside, I know not how I  
am to pass these long, rainy hours.

I keep gazing on the far away gloom of the  
sky, and my heart wanders wailing with the  
restless wind.

ওগো মৌন, না যদি কও  
 নাই কহিলে কথা।  
 বক্ষ ভরি বইব আমি  
 তোমার নীরবতা।  
 স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে  
 রজনী রয় যেমন করে  
 জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা  
 ধৈর্যে অবনতা।

হবে হবে প্রভাত হবে,  
 আঁধার যাবে কেটে।  
 তোমার বাণী সোনার ধারা।  
 পড়বে আকাশ ফেটে।  
 তখন আমার পাখির বাসায়  
 জাগবে কি গান তোমার ভাষায়।  
 তোমার তানে ফোটাতে ফুল  
 আমার বনলতা?

গীতাঞ্জলি ৭১

IF thou speakest not I will fill my heart with  
 thy silence and endure it. I will keep still  
 and wait like the night with starry vigil and  
 its head bent low with patience.

The morning will surely come, the dark-  
 ness will vanish, and thy voice pour down  
 in golden streams breaking through the sky.

Then thy words will take wing in songs  
 from every one of my birds' nests, and thy  
 melodies will break forth in flowers in all  
 my forest groves.

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,  
আমি ছিলেম অন্যমনে।  
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আমি নাই,  
সে যে রইল সংগোপনে।  
মাবো মাবো হিয়া আকুল - প্রায়,  
স্বপ্ন দেখে চমকে উঠে চায়,  
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হয়  
কোথায় দখিন - সমীরণে।  
ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া  
আমায় দেশে দেশান্তে।  
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া  
ভুবন নবীন বসন্তে।  
কে জানিত দূরে তো নেই সে,  
আমারি গো আমারি সেই যে,  
এ মাধুরী ফুটেছে হয় রে  
আমার হৃদয়-উপবনে।

গীতিমাল্য ১৭

20

ON the day when the lotus bloomed, alas,  
my mind was straying, and I knew it not.  
My basket was empty and the flower re-  
mained unheeded.

Only now and again a sadness fell upon me,  
and I started up from my dream and felt a  
sweet trace of a strange fragrance in the  
south wind.

That vague sweetness made my heart ache  
with longing and it seemed to me that it  
was the eager breath of the summer seek-  
ing for its completion.

I knew not then that it was so near, that it  
was mine, and that this perfect sweetness  
had blossomed in the depth of my own heart

এবার  
ভাসিয়ে দিতে হবে আমার  
এই তরী।  
তীরে বসে যায় যে বেলা,  
মরি গো মরি।  
ফুল-ফোটানো সারা কঁরে  
বসন্ত যে গেল সঁরে,  
নিয়ে বারা ফুলের ডালা  
বলো কী করি।

জল উঠেছে ছলছলিয়ে  
ঢেউ উঠেছে দুলে,  
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা।  
বিজন তরুমূলে।  
শূন্যমানে কোথায় তাকাস।  
সকল বাতাস সকল আকাশ  
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে  
উঠে শিহরি।

গীতিমাল্য ১৬

21

I MUST launch out my boat. The languid hours pass by on the shore Alas for me !

The spring has done its flowering and taken leave. And now with the burden of faded futile flowers I wait and linger.

The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady lane the yellow leaves flutter and fall.

What emptiness do you gaze upon ! Do you not feel a thrill passing through the air with the notes of the far away song floating from the other shore ?

শ্রাবণঘন-গহন-মোহে

গোপন তব চরণ ফেলে

নিশার মতো নীরব ওহে

সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,

বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,

নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি

নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।

কুজনহীন কাননভূমি,

দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে—

একেলা কোন্ পথিক তুমি

পথিকহীন পথের 'পরে।

হে একা সখা, হে প্রিয়তম,

রয়েছে খোলা এ ঘর মম,

সম্মুখ দিয়ে স্বপনসম

যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

IN the deep shadows of the rainy July,  
with secret steps, thou walkest, silent as  
night, eluding all watchers.

To-day the morning has closed its eyes,  
heedless of the insistent calls of the loud  
east wind, and a thick veil has been  
drawn over the ever-wakeful blue sky.

The woodlands have hushed their songs,  
and doors are all shut at every house.  
Thou art the solitary wayfarer in this  
deserted street. Oh my only friend, my  
best beloved, the gates are open in my  
house do not pass by like a dream.

আমি

বাড়ের রাতে তোমার অভিসার  
 পরানসখা বন্ধু হে আমার।  
 আকাশ কাঁদে হতাশসম  
 নাই যে ঘুম নয়নে মম,  
 দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,  
 চাই যে বারে বার।  
 পরানসখা বন্ধু হে আমার।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাই পাই,  
 তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।  
 সুদূর কোন্ নদীর পারে,  
 গহন কোন্ বনের ধারে,  
 গভীর কোন্ অন্ধকারে,  
 হতেছ তুমি পার।  
 পরানসখা বন্ধু হে আমার।

গীতাঞ্জলি ২০

23

ART thou abroad on this stormy night on  
 thy journey of love, my friend ? The sky  
 groans like one in despair.

I have no sleep to-night. Ever and again I  
 open my door and look out on the dark-  
 ness, my friend !

I can see nothing before me. I wonder  
 where lies thy path !

By what dim shore of the ink-black river,  
 by what far edge of the frowning forest,  
 through what mazy depth of gloom art  
 thou threading thy course to come to me,  
 my friend ?



দিবস যদি সাঙগ হল, না যদি গাহে পাখি,  
 ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,  
 এবার তবে গভীর ক'রে ফেলো গো মোরে ঢাকি  
 অতি নিবিড় ঘনতিমিরতলে—  
 স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে  
 যেন করে ঢেকেছ ধরণীরে,  
 যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া - পড়া আঁখি,  
 ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।  
 পাথের যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,  
 ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,  
 বসনভূষা মলিন হল ধূলায় অপমানে,  
 শক্তি যার পড়িতে চায় টুটে—  
 ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যাথা  
 করুণাঘন গভীর গোপনতা,  
 ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন উষা - পানে  
 জুড়িয়ে তারে আঁধারসুধাজলে।

গীতাঞ্জলি ১৫৭

IF the day is done, if birds sing no more, if  
 the wind has flagged tired, then draw the  
 veil of darkness thick upon me, even as  
 thou hast wrapt the earth with the coverlet  
 of sleep and tenderly closed the petals of  
 the drooping lotus at dusk.

From the traveller, whose sack of provi-  
 sions is empty before the voyage is ended,  
 whose garment is torn and dust-laden,  
 whose strength is exhausted, remove  
 shame and poverty, and renew his life like  
 a flower under the cover of thy kindly night.

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি  
 অন্তরের আলোক পলকে ফেলে গ্রাসি,  
 মন্দপদে যাবে শ্রান্তি আসে তিল তিল,  
 তোমার পূজার বৃত্ত করে সে শিথিল  
 স্রিয়মান— তখনো না যেন করি ভয়,  
 তখনো অটল আশা যেন জেগে বয়  
 তোমা-পানে।

তোমা -'পরে করিয়া নির্ভর  
 সে শ্রান্তির রাত্রে যেন সকল অন্তর  
 নির্ভয়ে অর্পণ করি পথধূলিতলে  
 নিদ্রারে আহ্বান করি। প্রাণপণ বলে  
 ক্লান্তচিত্তে নাহি তুলি ক্ষীণ কলরব  
 তোমার পূজার অতি দরিদ্র উৎসব।  
 রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে  
 আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।

নৈবেদ্য ৯৮

IN the night of weariness let me give myself  
 up to sleep without struggle, sting my trust  
 upon thee.

Let me not force my flagging spirit into a  
 poor preparation for thy worship.

It is thou who drawest the veil of night upon  
 the tired eyes of the day to renew its sight in  
 a fresher gladness of awakening.

সে যে

পাশে এসে বসেছিল,  
 তবু জাগি নি।  
 কী ঘুম তোরে পেয়েছিল,  
 হতভাগিনী  
 এসেছিল নীরব রাতে,  
 বীণাখালি ছিল হাতে,  
 স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল  
 গভীর রাগিনী।

জেগে দেখি দখিন হাওয়া  
 আঁধার করিয়া  
 গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়  
 আঁধার ভরিয়া।  
 কেন আমার রজনী যায়,  
 কাছে পেয়ে কাছে না পায়,  
 কেন গো তার মালার পরশ  
 বুকে লাগে নি।

গীতাঞ্জলি ৬১

26

HE came and sat by my side but I woke not. What a cursed sleep it was, O miserable me !

He came when the night was still; he had his harp in his hands, and my dreams became resonant with its melodies.

Alas, why are my nights all thus lost?  
 Ah, why do I ever miss his sight whose breath touches my sleep ?

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!  
 বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।  
 রয়েছে দীপ, না আছে শিখা,  
 এই কি ভালে ছিল রে লিখা—  
 ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।  
 বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,  
 তোমার লাগি জাগেন ভগবান।  
 নিশীথে ঘন অন্ধকারে  
 ডাকেন তোকে প্রেমাভিসারে,  
 দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।  
 তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'  
 গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,  
 বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।  
 এ ঘোর রাতে কিসের লাগি  
 পরান মম সহসা জাগি  
 এমন কেন করিছে মরি মরি।  
 বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,  
 নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।  
 জানি না কোথা অনেক দূরে  
 বাজিল গান গভীর সুরে,

সকল প্রাণ টানিছে পথপানে।  
 নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!  
 বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।  
 ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া—  
 সময় গেলে হবে না যাওয়া,  
 নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো।  
 পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

গীতাঞ্জলি ১৭

LIGHT, oh where is the light ? Kindle it with  
 the burning fire of desire !

There is the lamp but never a flicker of a flame,  
 is such thy fate, my heart ! Ah, death were bet-  
 ter by far for thee !

Misery knocks at thy door, and her message is  
 that thy lord is wakeful, and he calls thee to  
 the love-tryst through the darkness of night

The sky is overcast with clouds and the rain is  
 ceaseless. I know not what this is that stirs in  
 me, I know not its meaning.

A moment's flash of lightning drags down a  
 deeper gloom on my sight, and my heart gropes  
 for the path to where the music of the night  
 calls me.

Light, oh where is the light, Kindle it with the  
 burning fire of desire, It thunders and the wind  
 rushes screaming through the void. The night  
 is black as a black stone. Let not the hours  
 pass by in the dark. Kindle the lamp of love  
 with thy life.

জড়িয়ে আছে বাধা, ছাড়িয়ে যেতে চাই—

ছাড়তে গেলে ব্যথা বাজে।

মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,

চাহিতে গেলে মরি লাজে।

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,

এমন ধন আর নাহি যে তোমা - সম,

তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা

ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া,

মরণ আনে রাশি রাশি—

আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি,

তবুও তাই ভালোবাসি।

এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি—

কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি—

আমায় ভালো তাই চাহিতে যবে যাই

ভয় যে আসে মনোমাবে।

গীতাঞ্জলি ১৪৫

28

OBSTINATE are the trammels, but my heart aches when I try to break them.

Freedom is all I want, but to hope for it I feel ashamed.

I am certain that priceless wealth is in thee, and that thou art my best friend, but I have not the heart to sweep away the tinsel that fills my room.

The shroud that covers me is a shroud of dust and death ; I hate it, yet hug it in love.

My debts are large, my failures great, my shame secret and heavy ; yet when I come to ask for my good, I quake in fear lest my prayer be granted.

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে  
 মরছে সে এই নামের কারাগারে।  
 সকল ভুলে যতই দিবারাতি  
 নামটারে ওই আকাশ - পানে গাঁথি,  
 ততই আমার নামের অন্ধকারে  
 হারাই আমার সত্য আপনারে।

জড়ো করে ধুলির 'পরে ধূলি  
 নামটারে মোর উচ্চ করে তুলি।  
 ছিদ্র পাছে হয় রে কোনোখানে  
 চিন্ত মম বিরাম নাহি মানে,  
 যতন করি যতই এ মিথ্যারে  
 ততই আমি হারাই আপনারে।

গীতাঞ্জলি ১৪৩

29

HE whom I enclose with my name is weeping in this dungeon. I am ever busy building this wall all around ; and as this wall goes up into the sky day by day I lose sight of my true being in its dark shadow.

I take pride in this great wall, and I plaster it with dust and sand lest a least hole should be left in this name ; and for all the care I take I lose sight of my true being.

একলা আমি বাহির হলেম  
 তোমার অভিসারে,  
 সাথে সাথে কে চলে মোর  
 নীরব অন্ধকারে।  
 ছাড়াতে চাই অনেক করে,  
 ঘুরে চলি, যাই যে সরে,  
 মনে করি আপদ গেছে—  
 আবার দেখি তারে।

ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে,  
 বিষম চঞ্চলতা।  
 সকল কথার মধ্যে সে চায়  
 কইতে আপন কথা।  
 সে যে আমার আমি, প্রভু,  
 লজ্জা তাহার নাই যে কভু—  
 তারে নিয়ে কোন্ লাজে বা  
 যাব তোমার দ্বারে।

গীতাঞ্জলি ১০৩

I CAME out alone on my way to my tryst.  
 But who is this that follows me in the si-  
 lent dark ?

I move aside to avoid his presence but I  
 escape him not.

He makes the dust rise from the earth with  
 his swagger; he adds his loud voice to  
 every word that I utter.

He is my own little self, my lord, he knows  
 no shame ; but I am ashamed to come to  
 thy door in his company.

বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে  
এত কঠিন করে?

প্রভু আমায় বেঁধেছে যে  
বজ্রকঠিন ডোরে।  
মনে ছিল সবার চেয়ে  
আমিই হব বড়ো,  
রাজার কড়ি করেছিলেম  
নিজের ঘরে জড়ো।  
ঘুম লাগিতে শূয়েছিলেম  
প্রভুর শয্যা পেতে,  
জেগে দেখি বাঁধা আছি  
আপন ভাঙারেতে।

বন্দী ওগো, কে গড়েছে  
বজ্রবাঁধনখানি?  
আপনি আমি গড়েছিলেম  
বহু যতন মানি।  
ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ  
করবে জগৎ গ্রাস,  
আমি রব একলা স্বাধীন  
সবাই হবে দাস।  
তাই গড়েছি রজনী দিন  
লোহার শিকলখানা—  
কত আগুন কত আঘাত  
নাইকো তার ঠিকানা।  
গড়া যখন শেষ হয়েছে  
কঠিন সুকঠোর,  
দেখি আমায় বন্দী করে  
আমারি এই ডোর।

খেয়া : বন্দী

31

"PRISONER, tell me, who was it that bound you ? "

" It was my master," said the prisoner. " I thought I could outdo everybody in the world in wealth and power, and I amassed in my own treasure-house the money due to my king. When sleep overcame me I lay upon the bed that was for my lord, and on waking up I found I was a prisoner in my own treasure-house."

"Prisoner, tell me who was it that wrought this unbreakable chain ? "

" It was I," said the prisoner, " who forged this chain very carefully. I thought my invincible power would hold the world captive leaving me in a freedom undisturbed. Thus night and day I worked at the chain with huge fires and cruel hard strokes. When at last the work was done and the links were complete and unbreakable, I found that it held me in its grip."



সংসারেতে আর যাহারা

আমায় ভালোবাসে

তারা আমায় ধরে রাখে

বেঁধে কঠিন পাশে।

তোমার প্রেম যে সবার বাড়া

তাই তোমারি নূতন ধারা—

বাঁধ' নাকো, লুকিয়ে থাক',

ছেড়েই রাখ' দাসে।

আর-সকলে, ভুলি পাছে,

তাই রাখে না একা।

দিনের পরে কাটে যে দিন,

তোমারি নেই দেখা।

তোমায় ডাকি নাই-বা ডাকি,

যা খুশি তাই নিয়ে থাকি,

তোমার খুশি চেয়ে আছে

আমায় খুশির আশে।

গীতাঞ্জলি ১৫২

BY all means they try to hold me secure  
who love me in this world. But it is oth-  
erwise with thy love which is greater than  
theirs, and thou keepest me free.

Lest I forget them they never venture to  
leave me alone. But day passes by after  
day and thou art not seen.

If I call not thee in my prayers, if I keep  
not thee in my heart, thy love for me still  
waits for my love.

তারা দিনের বেলা এসেছিল  
আমার ঘরে—  
বলেছিল, 'একটি পাশে  
রইব প'ড়ে।'  
বলেছিল, 'দেবতাসেবায়  
আমরা হব তোমার সহায়—  
যা-কিছু পাই প্রসাদ লব  
পূজার পরে।'

এমনি করে দরিদ্র ক্ষীণ  
মলিন বেশে  
সংকোচেতে একটি কোণে  
রইল এসে।  
রাতে দেখি প্রবল হয়ে  
পশে আমার দেবালয়ে,  
মলিন হাতে পূজার বলি  
হরণ করে।

গীতাঞ্জলি ৮০

WHEN it was day they came into my house and said, "We shall only take the smallest room here."

They said, " We shall help you in the worship of your God and humbly accept only our own share of his grace " ; and then they took their seat in a corner and they sat quiet and meek.

But in the darkness of night I find they break into my sacred shrine, strong and turbulent, and snatch with unholy greed the offerings from God's altar.

তোমায় আমার প্রভু করে রাখি,  
 আমার আমি সেইটুকু থাক্ বাকি।  
 তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,  
 সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি,  
 তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি  
 ইচ্ছা আমার সেইটুকু থাক্ বাকি—  
 তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।  
 তোমায় আমি কোথাও নাহি ঢাকি,  
 কেবল আমার সেইটুকু থাক্ বাকি।  
 তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভ'রে  
 এ সংসারে রেখেছ তই ধরে,  
 রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে  
 বাঁধন আমার সেইটুকু থাক্ বাকি—  
 তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

গীতাঞ্জলি ১৩৮

34

LET only that little be left of me whereby  
 I may name thee my all.

Let only that little be left of my will  
 whereby I may feel thee on every side,  
 and come to thee in everything, and  
 offer to thee my love every moment.

Let only that little be left of me whereby  
 I may never hide thee.

Let only that little of my fetters be left  
 whereby I am bound with thy will, and  
 thy purpose is carried out in my life and  
 that is the fetter of thy love.

চিন্তা যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,  
 জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর  
 আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশরীরী  
 বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,  
 যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে  
 উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে  
 দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়  
 অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি  
 বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,  
 পৌরুষেরে করে নি শতধা—নিত্য যেথা  
 তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—

নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,  
 ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

নৈবেদ্য ৭২

35

WHERE the mind is without fear and  
 the head is held high ;

Where knowledge is free ; Where the  
 world has not been broken up into frag-  
 ments by narrow domestic walls ;

Where words come out from the depth  
 of truth ;

Where tireless striving stretches its arms  
 towards perfection ;

Where the clear stream of reason has not  
 lost its way into the dreary desert sand of  
 dead habit ;

Where the mind is led forward by thee  
 into ever-widening thought and action

Into that heaven of freedom, my Father,  
 let my country awake.

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—  
 সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন  
 দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,  
 প্রভু মোর! বীর্য দেহো সুখের সহিতে  
 সুখে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,  
 যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিতমুখে  
 পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো,  
 কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ  
 পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্রজনে  
 না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে  
 না লুটিতে। বীর্য দেহো চিন্তে একাকী  
 প্রত্যহের তুচ্ছতার উর্ধে দিতে রাখি।  
 বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির  
 অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

নৈবেদ্য ৯৯

36

THIS is my prayer to thee, my lord-  
 strike, strike at the root of penury in my  
 heart.

Give me the strength lightly to bear my  
 joys and sorrows.

Give me the strength to make my love  
 fruitful in service.

Give me the strength never to disown the  
 poor or bend my knees before insolent  
 might

Give me the strength to raise my mind  
 high above daily trifles.

And give me the strength to surrender  
 my strength to thy will with love.

ভেবেছিলাম মনে যা হবার তারি শেষে  
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।

নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ,  
পাথেয় যা ছিল ফুরিয়েছে বুঝি আজ,  
যেতে হবে সরে নীরব অন্তরালে  
জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।

কী নিরখি আজি একি অফুরান লীলা—  
একি নবীনতা বহে অন্তঃশীলা।  
পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মুখে  
নবগান হয়ে গুমরি উঠিল বুকু,  
পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা  
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে!

গীতাঞ্জলি ১২৪

37

I THOUGHT that my voyage had come to its end at the last limit of my power, that the path before me was closed, that provisions were exhausted and the time come to take shelter in a silent obscurity.

But I find that thy will knows no end in me. And when old words die out on the tongue, new melodies break forth from the heart; and where the old tracks are lost, new country is revealed with its wonders.

চাই গো আমি তোমারে চাই,  
 তোমায় আমি চাই—  
 এই কথাটি সদাই মনে  
 বলতে যেন পাই।  
 আর যা-কিছু বাসনাতে  
 ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে  
 মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো,  
 তোমায় আমি চাই।

রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে  
 আলোর প্রার্থনাই,  
 তেমনি গভীর মোহের মাঝে  
 তোমায় আমি চাই।  
 শান্তিরে ঝড় যখন হানে  
 শান্তি তবু চায় সে প্রাণে,  
 তেমনি তোমায় আঘাত করি  
 তবু তোমায় চাই।

গীতাঞ্জলি ৮৮

THAT I want thee, only thee let my heart repeat without end. All desires that distract me, day and night, are false and empty to the core.

As the night keeps hidden in its gloom the petition for light, even thus in the depth of my unconsciousness rings the cry I want thee, only thee. As the storm still seeks its end in peace when it strikes against peace with all its might, even thus my rebellion strikes against thy love and still its cry is I want thee, only thee.

জীবন যখন শূকায়ে যায়

কবুণাধারায় এসো।

সকল মাধুরী লুকায়ে যায়।

গীতসুধারসে এসো।

কর্ম যখন প্রবল - আকার

গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার

হৃদয়প্রান্তে, হে নীরব নাথ,

শাস্তচরণে এসো।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ

কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন

দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ,

রাজসমারোহে এসে।

বাসনা যখন বিপুল ধুলায়

অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়

ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্ৰ,

বুদ্ধ আলোকে এসো।

গীতাঞ্জলি ৫৮

39

WHEN the heart is hard and parched up, come upon me with a shower of mercy.

When grace is lost from life, come with a burst of song.

When tumultuous work raises its din on all sides shutting me out from beyond, come to me, my lord of silence, with thy peace and rest.

When my beggarly heart sits crouched, shut up in a corner, break open the door, my king, and come with the ceremony of a king.

When desire blinds the mind with delusion and dust, O thou holy one, thou wakeful, come with thy light and thy thunder.



দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,  
 হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্চক্রবাল  
 ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে  
 সরস সজল রেখা— কেহ নাহি আনে  
 নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।  
 যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আনো বজ্রনাদ  
 প্রলয়মুখর হিংস্র বাটিকার সাথে।  
 পালে পালে বিদ্রুতের বক্র কশাঘাতে  
 সচকিত কোর মোর দিগ্দিগন্তর।  
 সংহরো সংহরো, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর  
 এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাও,  
 নিঃসহ নৈরাশ্যতোপ। চাহো নাথ, চাহো,  
 জননী যেমন চাহে সজলনয়ানে,  
 পিতার ক্রোধের দিনে সন্তানের পারে।

নৈবেদ্য ৮৬

40

THE rain has held back for days and  
 days, my God, in my arid heart. The  
 horizon is fiercely naked not the thin-  
 nest cover of a soft cloud, not the  
 vaguest hint of a distant cool shower.

Send thy angry storm, dark with death,  
 if it is thy wish, and with lashes of light-  
 ning startle the sky from end to end.

But call back, my lord, call back this  
 pervading silent heat, still and keen and  
 cruel, burning the heart with dire de-  
 spair.

Let the cloud of grace bend low from  
 above like the tearful look of the  
 mother on the day of the father's wrath.

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়  
 কেন আছ সবার পিছে?  
 যারা ধুলা পায়ে ধায় গো পথে, তোমায় ঠেলে যায়,  
 তারা তোমায় ভাবে মিছে।  
 আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তবুর মূলে  
 আমি সাজিয়ে রাখি ডালি—  
 ওগো, যে আসে সেই একটি - দুটি নিয়ে যে যায় তুলে,  
 আমার সাজি হয় যে খালি।  
 ওগো, সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে,  
 চোখে লাগছে ঘুমঘোর।  
 সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে,  
 মনে লজ্জা লাগে মোর।  
 আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের 'পরে  
 যেন ভিখারিনীর মতো—  
 কেহ শুধায় যদি 'কী চাও তুমি', থাকি নিরুত্তরে  
 করি দুটি নয়ন নত।  
 আজি কোন্ লাজে বা বলব আমি 'তোমায় শুধু চাহি',  
 আমি বলব কেমন করে—  
 শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনী দিন বাহি,  
 তুমি আসবে আমার তরে।  
 আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজেশ্বর্ষে তব  
 তারে দিব বিসর্জনও—  
 ওগো, অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,  
 তাহা রইল সংগোপন।  
 আমি সুদূর-পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন-মনে  
 হেথা তৃণে আসন মেলে—  
 তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজনে  
 তোমার সকল আলো জ্বলে।  
 তোমার রথের 'পরে সোনার ধ্বজা ঝলবে ঝলোমল,  
 সাথে বাজবে বাঁশির তান—  
 তোমার প্রতাপ -ভরে বসুন্ধরা করবে টলোমল,  
 আমার উঠবে নেচে প্রাণ।  
 তখন পথের লোকে অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,  
 তুমি নেমে আসবে পথে।  
 হেসে দুহাত ধরে ধুলা হতে আমায় তুলে লবে  
 তুমি লবে তোমার রথে।  
 আমার ভূষণবিহীন মলিন বেশে ভিখারিনীর সাজে  
 তোমার দাঁড়াব বাম পাশে  
 তখন লতার মতো কাঁপব আমি গর্বে সুখে লাজে  
 সকল বিশ্বের সকাশে।  
 ওগো, সময় বয়ে যাচ্ছে চলে, রয়েছে কান পেতে—  
 কোথা কই গো চাকার ধ্বনি!  
 তোমার এ পথ দিয়ে কত-না লোক গর্বে গেল মেতে  
 কতই জাগিয়ে রনরনি!  
 তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে—  
 তুমি রবে সবার শেষে—  
 হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে?  
 তারে রাখবে মলিন বেশে?

41

WHERE dost thou stand behind them all, my lover, hiding thyself in the shadows? They push thee and pass thee by on the dusty road, taking thee for naught. I wait here weary hours spreading my offerings for thee, while passers by come and take my flowers, one by one, and my basket is nearly empty .

The morning time is past, and the noon. In the shade of evening my eyes are drowsy with sleep. Men going home glance at me and smile and fill me with shame. I sit like a beggar maid, drawing my skirt over my face, and when they ask me, what it is I want, I drop my eyes and answer them not

Oh, how, indeed, could I tell them that for thee I wait, and that thou hast promised to come. How could I utter for shame that I keep for my dowry this poverty. Ah, I hug this pride in the secret of my heart.

I sit on the grass and gaze upon the sky and dream of the sudden splendour of thy coming all the lights ablaze, golden pennons flying over thy car, and they at the roadside standing agape, when they see thee come down from thy seat to raise me from the dust, and set at thy side this ragged beggar girl a-tremble with shame and pride, like a creeper in a summer breeze.

But time glides on and still no sound of the wheels of thy chariot. Many a procession passes by with noise and shouts and glamour of glory. Is it only thou who wouldst stand in the shadow silent and behind them all? And only I who would wait and weep and wear out my heart in vain longing?

কথা ছিল এক - তরীতে কেবল তুমি আমি  
 যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,  
 ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী  
 কোথায় যেতেছি কোন দেশে সে কোন দেশে।  
 কূলহারা সেই সমুদ্র - মাঝখানে  
 শোনার গান একলা তোমার কানে,  
 ঢেউয়ের মতন ভাষা - বাঁধন - হারা  
 আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।

আজো সময় হয় নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি।  
 ওগো ওই - যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।  
 মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি  
 আপন কুলায় - মাঝে সবাই এল ফিরে।  
 কখন তুমি আসবে ঘাটের পরে  
 বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।  
 অন্তরবির শেষ আলোটির মতো  
 তরী নিশীথ-মাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

গীতাঞ্জলি ৮৩

42

EARLY in the day it was whispered that we should sail in a boat, only thou and I, and never a soul in the world would know of this our pilgrimage to no country and to no end.

In that shoreless ocean, at thy silently listening smile my songs would swell in melodies, free as waves, free from all bondage of words.

Is the time not come yet ? Are there works still to do ? Lo, the evening has come down upon the shore and in the fading light the seabirds come flying to their nests.

Who knows when the chains will be off, and the boat, like the last glimmer of sunset, vanish into the night ?

তখন করি নি, নাথ, কোনো আয়োজন  
 বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্বরাজন,  
 অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে  
 কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের 'পরে  
 অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ। লই তুলি  
 তোমার স্বাক্ষর - আঁকা সেই ক্ষণগুলি—  
 দেখি তারা স্মৃতি - মাঝে আছিল ছড়িয়ে  
 কত-না ধুলির সাথে, আছিল জড়িয়ে  
 ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে।  
 হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে  
 আমার সে ধূলাস্তুপ খেলা ঘর দেখে।  
 খেলা মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে  
 যে চরণধ্বনি, আজ শুনি তাই বাজে  
 জগৎ - সংগীত - সাথে চন্দ্রসূর্য -মাঝে।

নৈবেদ্য ৩৩

THE day was when I did not keep my- self in  
 readiness for thee ; and entering my heart un-  
 bidden even as one of the common crowd,  
 unknown to me, my king, thou didst press the  
 signet of eternity upon many a fleeting mo-  
 ment of my life.

And to-day when by chance I light upon them  
 and see thy signature, I find they have lain scat-  
 tered in the dust mixed with the memory of  
 joys and sorrows of my trivial days forgotten.

Thou didst not turn in contempt from my child-  
 ish play among dust, and the steps that I heard  
 in my playroom are the same that are echoing  
 from star to star.

আমার এই পথ - চাওয়াতেই

আনন্দ।

খেলে যায় রৌদ্র ছায়া,

বর্ষ আসে

বসন্ত।

কারা এই সমুখ দিয়ে

আসে যায় খবর নিয়ে,

খুশি রই আপন মনে,

বাতস বহে

সুমন্দ।

সারাদিন আঁখি মেলে

দুয়ারে রব একা।

শুভখন হঠাৎ এলে

তখনি পাব দেখা।

ততখন ক্ষণে ক্ষণে

হাসি গাই আপন মনে,

ততখন রহি রহি

ভেসে আসে সুগন্ধ।

আমার এই পথ-চাওয়াতেই

আনন্দ

গীতিমাল্য ৭

44

THIS is my delight, thus to wait and watch at the  
wayside where shadow chases light and the rain  
comes in the wake of the summer.

Messengers, with tidings from un- known skies,  
greet me and speed along the road. My heart is  
glad within, and the breath of the passing breeze  
is sweet.

From dawn till dusk I sit here before my door,  
and I know that of a sudden the happy moment  
will arrive when I shall see.

In the meanwhile I smile and I sing all alone. In  
the meanwhile the air is filling with the perfume  
of promise.

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,  
 ওই যে আসে, আসে, আসে।  
 যুগ যুগে পলে পলে দিন-রজনী  
 সে যে আসে, আসে আসে।  
 গেয়েছি গান যখন যত  
 আপন-মনে খ্যাপার মতো  
 সকল সুরে বেজেছে তার  
 আগমনী—  
 সে যে আসে, আসে আসে।

কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে  
 সে যে আসে, আসে, আসে।  
 কত শ্রাবণ - অন্ধকারে মেঘের রথে  
 সে যে আসে, আসে, আসে  
 দুখের পরে পরম দুখে  
 তারি চরণ বাজে বুকু,  
 সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয়  
 পরশমণি।  
 সে যে আসে, আসে, আসে।

গীতাঞ্জলি ৬২

45

HAVE you not heard his silent steps ? He comes, comes, ever comes.

Every moment and every age, every day and every night he comes, comes, ever comes.

Many a song have I sung in many a mood of mind, but all their notes have always proclaimed, " He comes, comes, ever comes."

In the fragrant days of sunny April through the forest path he comes, comes, ever comes.

In the rainy gloom of July nights on the thundering chariot of clouds he comes, comes, ever comes.

In sorrow after sorrow it is his steps that press upon my heart, and it is the golden touch of his feet that makes my joy to shine.

আমার মিলন লাগি তুমি  
 আসছ কবে থেকে।  
 তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়  
 রাখবে কোথায় ঢেকে।  
 কত কালের সকাল - সাঁঝে  
 তোমার চরণধ্বনি বাজে,  
 গোপনে দূত হৃদয় - মাঝে  
 গেছে আমায় ডেকে।  
 ওগো পথিক, আজকে আমার  
 সকল পরান ব্যেপে  
 থেকে থেকে হরষ যেন  
 উঠছে কেঁপে কেঁপে।  
 যেন সময় এসেছে আজ,  
 ফুরাল মোর যা ছিল কাজ—  
 বাতাস আসে, সে মহারাজ,  
 তোমার গন্ধ মেখে।

গীতাঞ্জলি ৩৪

46

I KNOW not from what distant time  
 thou art ever coming nearer to meet

me. Thy sun and stars can never keep  
 thee hidden from me for aye.

In many a morning and eve thy foot-  
 steps have been heard and thy messen-  
 ger has come within my heart and called  
 me in secret.

I know not why to-day my life is all astir,  
 and a feeling of tremulous joy is pass-  
 ing through my heart.

It is as if the time were come to wind up  
 my work, and I feel in the air a faint  
 smell of thy sweet presence.

পথ চেয়ে তো কাটল নিশি,  
 লাগছে মনে ভয়—  
 সকাল - বেলা ঘুমিয়ে পড়ি  
 যদি এমন হয়!  
 যদি তখন হঠাৎ এসে  
 দাঁড়ায় আমার দুয়ার - দেশে!  
 বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর  
 আছে তো তার জানা—  
 ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস,  
 করিস নে কেউ মানা।  
 যদি বা তার পায়ের শব্দে  
 ঘুম না ভাঙে মোর।  
 শপথ আমার, তোরা কেহ  
 ভাঙাস নে সে ঘোর।  
 চাই নে জাগতে পাখির রবে  
 নতুন আলোর মহোৎসবে,  
 চাই নে জাগতে হাওয়ায় আকুল  
 বকুল ফুলের বাসে—  
 তোরা আমায় ঘুমোতে দিস  
 যদিই বা সে আসে।  
 ওগো, আমার ঘুম যে ভালো  
 গভীর অচেতনে  
 যদি আমায় জাগায় তারি  
 আপন পরশনে।  
 ঘুমের আবেশ যেমনি টুটি  
 দেখব তারই নয়নদুটি  
 মুখে আমার তারই হাসি  
 পড়বে সকৌতুকে—  
 সে যেন মোর সুখের স্বপন  
 দাঁড়াবে সম্মুখে।  
 সে আসবে মোর চোখের 'পরে  
 সকল আলোর আগে—  
 তাহারই রূপ মোর প্রভাতের  
 প্রথম হয়ে জাগে।  
 প্রথম চমক লাগবে সুখে  
 চেয়ে তারই করুণ মুখে,  
 চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে  
 তার চেতনায় ভ'রে—  
 তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,  
 জাগাবে সেই মোরে।

খেয়া : জাগরণ

47

THE night is nearly spent waiting for him in vain. I fear lest in the morning he suddenly come to my door when I have fallen asleep wearied out Oh friends, leave the way open to him forbid him not

If the sound of his steps does not wake me, do not try to rouse me, I

pray. I wish not to be called from my sleep by the clamorous choir of birds, by the riot of wind at the festival of morning light. Let me sleep undisturbed even if my lord comes of a sudden to my door.

Ah, my sleep, precious sleep, which only waits for his touch to vanish. Ah, .my closed eyes that would open their lids only to the light of his smile when he stands before me like a dream emerging from darkness of sleep.

Let him appear before my sight as the first of all lights and all forms. The first thrill of joy to my awakened soul let it come from his glance. And let my return to myself be immediate return to him.



তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে  
পাখিরা গান গেয়ে।  
তখন পথের দুটি ধারে  
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,  
মেঘের কোণে রঙ ধরেছে—  
দেখে নি কেউ চেয়ে।

মোরা আপন - মনে ব্যস্ত হয়ে  
চলেছিলেম ধৈয়ে।

মোরা সুখের বশে গাই নি তো গান,  
করি নি কেউ খেলা।  
চাই নি ভুলে ডাহিন - বাঁয়ে,  
হাটের লাগি যাই নি গাঁয়ে,  
হাসি নি কেউ, কই নি কথা—  
করি নি কেউ হেলা।

মোরা ততই বেগে চলেছিলেম  
যতই বাড়ে বেলা।

শেষে সূর্য যখন মাঝ-আকাশে,  
কপোত ডাকে বনে,  
তপ্ত হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে  
শুকনো পাতা বেড়ায় উড়ে,  
বটের তলে রাখাল - শিশু  
ঘুমায় অচেতনে—

আমি জলের ধারে শুলেম এসে  
শ্যামল তৃণাসনে।

আমার দলের সবাই আমার পানে  
চেয়ে গেল হেসে।  
চলে গেল উচ্চশিরে,  
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,  
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়  
পথতরুর শেষে

তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ,  
কত দূরের দেশে।

ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,  
ধন্য তোমরা সবে।  
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,  
মনের মাঝে সাড়া না পাই—  
মগ্ন হলেম আনন্দময়  
অগাধ অগৌরবে—  
পাখির গানে, বাঁশির তানে,  
কম্পিত পল্লবে।

আমি মুগ্ধতনু দিলেম মেলে

THE morning sea of silence broke into ripples of bird songs ; and the flowers were all merry by the roadside ; and the wealth of gold was scattered through the rift of the clouds while we busily went on our way and paid no heed.

We sang no glad songs nor played ; we went not to the village for barter ; we spoke not a word nor smiled ; we lingered not on the way. We quickened our pace more and more as the time sped by.

The sun rose to the mid sky and doves cooed in the shade. Withered leaves danced and whirled in the hot air of noon. The shepherd boy drowsed and dreamed in the shadow of the banyan tree, and I laid myself down by the water and stretched my tired limbs on the grass.

My companions laughed at me in scorn ; they held their heads high and hurried on ; they never looked back nor rested ; they vanished in the distant blue haze. They crossed many meadows and hills, and passed through strange, faraway countries. All honour to you, heroic host of the interminable path ! Mockery and reproach pricked me to rise, but found no response in me. I gave myself up for lost in the depth of a glad humiliation in the shadow of a dim delight.

The repose of the sun-embroidered green gloom slowly spread over my heart. I forgot for what I had travelled, and I surrendered my mind without struggle to the maze of shadows and songs.

At last, when I woke from my slumber and opened my eyes, I saw thee standing by me, flooding my sleep with thy smile. How I had feared that the path was long and wearisome, and the struggle to reach thee was hard !

বসুন্ধরার কোলে।  
 বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে  
 নাচে আমার চক্ষু মুখে,  
 আমার মুকুল গন্ধে আমায়  
 বিধুর ক'রে তোলে।

নয়ন মৃদে আসে মৌমাছিদের  
 গুঞ্জুনকল্লোলে।

সেই রৌদ্রে - ঘেরা সবুজ আরাম  
 মিলিয়ে এল প্রাণে।  
 ভুলে গেলেম কিসের তরে  
 বাহির হলেম পথের 'পরে,  
 ঢেলে দিলেম চেতনা মোর  
 ছায়ায় গন্ধে গানে।

ধীরে ঘুমিয়ে প'লেম অবশ দেহে  
 কখন কে তা জানে!

শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হতে  
 ফুটল যখন আঁখি  
 চেয়ে দেখি কখন এসে  
 দাঁড়িয়ে আছ শিয়র - দেশে  
 তোমার হাসি দিয়ে আমার  
 অচেতন্য ঢাকি।

ওগো, ভেবেছিলেম আছে আমার  
 কত - না পথ বাকি।

মোরা ভেবেছিলেম পরান- পণে  
 সজাগ রব সবে।  
 সন্ধ্যা হবার আগে যদি  
 পার হতে না পারি নদী  
 ভেবেছিলেম তা হলেই  
 সকল ব্যর্থ হবে।

যখন আমি থেমে গেলেম, তুমি  
 আপনি এলে কবে।

খেয়া : নিরুদ্যম

তব সিংহাসনের আসন হতে  
 এলে তুমি নেমে—  
 মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে  
 দাঁড়ালে, নাথ, থেমে।  
 একলা বসে আপন-মনে  
 গাইতেছিলেম গান,  
 তোমার কানে গেল সে সুর,  
 এলে তুমি নেমে—  
 মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে  
 দাঁড়ালে, নাথ থেমে।  
 তোমার সভায় কত-না গান  
 কতই আছেন গুণী—  
 গুণহীনের গানখানি আজ  
 বাজল তোমার প্রেমে।  
 লাগল বিশ্বতানের মাঝে  
 একটি করুণ সুর,  
 হাতে লয়ে বরণমালা  
 এলে তুমি নেমে—  
 মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে  
 দাঁড়ালে, নাথ, থেমে।

গীতাঞ্জলি ৫৬

49

You came down from your throne and stood  
at my cottage door.

I was singing all alone in a corner, and the  
melody caught your ear. You came down and  
stood at my cottage door.

Masters are many in your hall, and songs are  
sung there at all hours. But the simple carol of  
this novice struck at your love. One plaintive  
little strain mingled with the great music of the  
world, and with a flower for a prize you came  
down and stopped at my cottage door.

আমি

ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম  
 গ্রামের পথে পথে,  
 তুমি তখন চলেছিলে  
 তোমার স্বর্ণরথে।  
 অপূর্ব এক স্বপ্নসম  
 লাগতেছিল চক্ষে মম—  
 কী বিচিত্র শোভা তোমার,  
 কী বিচিত্র সাহজ!  
 আমি মনে ভাবতেছিলেম,  
 এ কোন্ মহারাজ!

আজি

শুভক্ষণে রাত পোহালো—  
 ভেবেছিলেম, তবে  
 আজ আমারে দ্বারে দ্বারে  
 ফিরতে নাহি হবে।  
 বাহির হতে নান্দি হতে  
 কাহার দেখা পেলেম পথে,  
 চলিতে রথ ধনধান্য  
 ছড়াবে দুই ধারে—  
 মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,  
 নেব ভারে ভারে!

দেখি

সহসা রথ থেমে গেল  
 আমার কাছে এসে,  
 আমার মুখপানে চেয়ে  
 নামলে তুমি হেসে।  
 দেখে মুখের প্রসন্নতা  
 জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,  
 হেনকালে কিসের লাগি  
 তুমি অকস্মাৎ  
 ‘আয় কিছু দাও গো’ ব’লে  
 বাড়িয়ে দিলে হাত!

মরি,

এ কী কথা রাজাধিরাজ  
 ‘আমায় দাও গো কিছু’!  
 শূনে ক্ষণকালের তরে  
 রইনু মাথা-নিচু।  
 তোমার কী বা অভাব আছে  
 ভিখারি ভিক্ষকের কাছে!  
 এ কেবল কৌতুকের বশে  
 আমায় প্রবঞ্চনা।  
 ঝুলি দিলেম তুলে  
 একটি ছোটো কণা।

যবে

পাত্রখানি ঘরে এনে  
 উজাড় করি— এ কী!  
 ভিক্ষা- মাঝে একটি ছোটো  
 সোনার কণা দেখি।  
 দিলেম যা রাজ - ভিখারিরে  
 স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,  
 তখন কাঁদি চোখের জলে  
 দুটি নয়ন ভ’রে—  
 তোমায় কেন দিই নি আমার  
 সকল শূন্য ক’রে!

খেয়া : কৃপণ

50

I HAD gone a-begging from door to door in the village path, when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream and I wondered who was this King of all kings ! My hopes rose high and methought my evil days were at an end, and I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust.

The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me and thou earnest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then of a sudden thou didst hold out thy right hand and say " What hast thou to give to me?"

Ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg. I was confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee.

But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had had the heart to give thee my all.

তখন রাত্রি আঁধার হল,  
 সাঞ্জ হল কাজ—  
 আমরা মনে ভেবেছিলেম,  
 আসবে না কেউ আজ।  
 মোদের গ্রামে দুয়ার যত  
 বন্ধ হল রাতের মতো;  
 দু-এক জন বলেছিল,  
 'আসবে মহারাজ।'  
 আমরা হেসে বলেছিলেম,  
 'আসবে না কেউ আজ।'  
 দ্বারে যেন আঘাত হল  
 শুনেছিলেম সবে—  
 আমরা তখন বলেছিলেম,  
 'বাতাস বুঝি হবে।'  
 নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে  
 শয়েছিলেম আলসভরে;  
 দু-এক জনে বলেছিল,  
 'দুত এল -বা তবে!'  
 আমরা হেসে বলেছিলেম  
 'বাতাস বুঝি হবে।'  
 নিশীথরাতে শোনা গেল  
 কিসের যেন ধ্বনি—  
 ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম  
 মেঘের গরজনি।  
 ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি  
 কাঁপল ধরা থরহরি,  
 দু-এক জনে বলেছিল  
 'চাকার বানবানি।'  
 ঘুমের ঘোরে কহি মোরা  
 'মেঘের গরজনি'।

তখন রাত আঁধার আছে,  
 বেজে উঠল ভেরী—  
 কে ফুকারে, 'জাগো সবাই,  
 আর কোরো না দেরি।'  
 বক্ষ- 'পরে দু হাত চেপে  
 আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে;  
 দু-এক জনে কহে কানে,  
 'রাজার ধ্বজা হেরি।'  
 আমরা জেগে উঠে বলি,  
 'আর তবে নয় দেরি।'  
 কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,  
 কোথায় আয়োজন!  
 রাজা আমার দেশে এল,  
 কোথায় সিংহাসন!  
 হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা—  
 কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা!  
 দু-এক জনে কহে কানে,  
 বৃথা এ ক্রন্দন—  
 রিক্তকরে শূন্য ঘরে  
 করো অভ্যর্থন।'  
 ওরে, দুয়ার খুলে দে রে,  
 বাজা শঙ্খ বাজা!  
 গভীর রাতে এসেছে আজ  
 আঁধার ঘরের রাজা।  
 বজ্র ডাকে শূন্যতলে,  
 বিদ্যুতেরই বিলিক ঝলে,  
 ছিন্ন শয়ন টেনে এনে  
 আঙিনা তোর সাজা—  
 ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল  
 দুঃখরাতের রাজা

খেয়া : আগমন

THE night darkened. Our day's works had been done. We thought that the last guest had arrived for the night and the doors in the village were all shut. Only some said, The king was to come. We laughed and said "No, it cannot be ! "

It seemed there were knocks at the door and we said it was nothing but the wind. We put out the lamps and lay down to sleep. Only some said, " It is the messenger. " We laughed and said " No, it must be the wind ! "

There came a sound in the dead of the night. We sleepily thought it was the distant thunder. The earth shook, the walls rocked, and it troubled us in our sleep. Only some said, it was the sound of wheels. We said in a drowsy murmur, " No, it must be the rumbling of clouds!"

The night was still dark when the drum sounded. The voice came " Wake up, delay not ! " We pressed our hands on our hearts and shuddered with fear. Some said, "Lo, there is the king's flag!" We stood up on our feet and cried " There is no time for delay ! "

The king has come but where are lights, where are wreaths ? Where is the throne to seat him ? Oh, shame, Oh utter shame ! Where is the hall, the decorations ? Some one has said, " Vain is this cry ! Greet him with empty hands, lead him into thy rooms all bare!" :

Open the doors, let the conch-shells be sounded ! In the depth of the night has come the king of our dark, dreary house. The thunder roars in the sky. The darkness shudders with lightning. Bring out thy tattered piece of mat and spread it in the courtyard. With the storm has come of a sudden our king of the fearful night.

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—

চাই নি সাহস করে

সন্ধেবেলায় যে মালাটি

গলায় ছিলে প'রে—

আমি চাই নি সাহস করে।

ভেবেছিলাম সকাল হলে

যখন পারে যাবে চলে

ছিন্নমালা শয্যাতে

রইবে বুঝি পড়ে।

তাই আমি কাঙালের মতো

এসেছিলাম ভোরে—

তবু চাই নি সাহস করে।

এ তো মালা নয় গো, এ যে

তোমার তরবারি।

জ্বলে ওঠে আগুন যেন,

বজ্র - হেন ভারী—

এ যে তরুণ আলো জানলা বেয়ে

পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,

ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে,

‘কী পেলি তুই নারী?’

নয় এ মালা, নয় এ থালা,

গন্ধজলের ঝারি—

ভীষণ তরবারি।

এ যে ভীষণ তরবারী।

তাই তো আমি ভাবি বসে

এ কী তোমার দান!

কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি

নাই যে হেন স্থান।

ওগো এ কী তোমার দান!

শক্তিহীনা মরি লাজে,

এ ভূষণ কি আমায় সাজে!

রাখতে গেল বুকের মাঝে

ব্যথা যে পায় প্রাণ।

নিয়ে

তবু আমি বইব বুকে

তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎ-মাঝে

ছাড়ব আমি ভয়,

আজ হতে মোর সকল কাজে

তোমার হবে জয়—

আমি

ছাড়ব সকল ভয়।

মরণকে মোর দোসর ক'রে

রেখে গেছ আমার ঘরে,

আমি তারে বরণ ক'রে

রাখব পরানময়।

তোমার তরবারি আমার

করবে বাঁধন ক্ষয়—

আমি

ছাড়ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি

করব না আর সাজ।

নাইবা তুমি ফিরে এলে

ওগো হৃদয়রাজ।

আমি

কবর না আর সাজ।

ধুলায় বসে তোমার তরে

কাঁদব না আর একলা ঘরে,

তোমার লাগি ঘরে-পরে

মানব না আর লাজ।

তোমার তরবারি আমায়

সাজিয়ে দিল আজ—

করব না আর সাজ।

খেয়া : দান

I THOUGHT I should ask of thee but I dared not the rose wreath thou hadst on thy neck. Thus I waited for the morning, when thou didst depart, to find a few fragments on the bed. And like a beggar I searched in the dawn only for a stray petal or two.

Ah me, what is it I find? What token left of thy love? It is no flower, no spices, no vase of perfumed water. It is thy mighty sword, flashing as a flame, heavy as a bolt of thunder. The young light of morning comes through the window and spreads itself upon thy bed. The morning bird twitters and asks, "Woman, what hast thou got?" No, it is no flower, nor spices, nor vase of perfumed water it is thy dreadful sword.

I sit and muse in wonder, what gift is this of thine. I can find no place where to hide it. I am ashamed to wear it, frail as I am, and it hurts me when I press it to my bosom. Yet shall I bear in my heart this honour of the burden of pain, this gift of thine.

From now there shall be no fear left for me in this world, and thou shalt be victorious in all my strife. Thou hast left death for my companion and I shall crown him with my life. Thy sword is with me to cut asunder my bonds, and there shall be no fear left for me in the world.

From now I leave off all petty decorations. Lord of my heart, no more shall there be for me waiting and weeping in corners, no more coyness and sweetness of demeanour. Thou hast given me thy sword for adornment. No more doll's decorations for me.

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি  
 তারায় তারায় খচিত—  
 স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন, জানি,  
 বর্ণে বর্ণে রচিত।  
 খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে  
 বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,  
 গরুড়ের পাখা রক্তরবির রাগে  
 যেন গো অস্ত - আকাশে।  
 জীবনশেষের শেষ জাগরণসম  
 ঝলসিছে মহাবেদনা—  
 নিমেষে দহিয়া যাহা- কিছু আছে মম  
 তীব্র ভীষণ চেতনা।  
 সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি  
 তারায় তারায় খচিত—  
 খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,  
 চরম শোভায় রচিত।

গীতিমাল্য ৩০

BEAUTIFUL is thy wristlet, decked with stars and cunningly wrought in myriad - coloured jewels. But more beautiful to me thy sword with its curve of lightning like the outspread wings of the divine bird of Vishnu, perfectly poised in the angry red light of the sunset.

It quivers like the one last response of life in ecstasy of pain at the final stroke of death ; it shines like the pure flame of being burning up earthly sense with one fierce flash.

Beautiful is thy wristlet, decked with starry gems ; but thy sword, O lord of thunder, is wrought with uttermost beauty, terrible to behold or to think of.

তোমার কাছে চাই নি কিছু,  
 জানাই নি মোর নাম!  
 তুমি যখন বিদায় নিলে  
 নীরব রহিলাম।  
 একলা ছিলাম কুয়ার ধারে  
 নিমের ছায়াতলে,  
 কলস নিয়ে সবাই তখন  
 পাড়ায় গেছে চলে।  
 আমায় তারা ডেকে গেল,  
 ‘আয় গো, বেলা যায়।’  
 কোন্ আলসে রইনু বসে  
 কিসের ভাবনায়!

পদধ্বনি শুনি নাইকো  
 কখন তুমি এলে।  
 কইলে কথা ক্লান্ত কণ্ঠে  
 করুণ চক্ষু মেলে—  
 ‘তৃষাকাতর পান্থ আমি’—  
 শূনে চমকে উঠে  
 জলের ধারা দিলেম ঢেলে  
 তোমার করপুটে।  
 মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,  
 কোকিল কোথা ডাকে,  
 বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে  
 পল্লীপথের বাঁকে।

যখন তুমি শূখালে নাম  
 পেলেম বড়ো লাজ—  
 তোমার মনে থাকার মতো  
 করেছি কোন্ কাজ!  
 তোমায় দিতে পেরেছিলাম  
 একটু তৃষার জলে,  
 এই কথাটি আমার মনে  
 রহিল সম্বল।  
 কুয়ার ধারে দুপুর - বেলা  
 তেমনি ডাকে পাখি,  
 তেমনি কাঁপে নিমের পাতা—  
 আমি বসেই থাকি।

খেয়া : কুয়ার ধারে

I ASKED nothing from thee ; I uttered not my name to thine ear. When thou took'st thy leave I stood silent. I was alone by the well where the shadow of the tree fell aslant, and the women had gone home with their brown earthen pitchers full to the brim. They called me and shouted, "Come with us, the morning is wearing on to noon." But I languidly lingered awhile lost in the midst of vague musings.

I heard not thy steps as thou earnest. Thine eyes were sad when they fell on me ; thy voice was tired as thou spokest low "Ah, I am a thirsty traveller." I started up from my day- dreams and poured water from my jar on thy joined palms. The leaves rustled overhead ; the cuckoo sang from the unseen dark, and perfume of babla flowers came from the bend of the road.

I stood speechless with shame when my name thou didst ask. Indeed, what had I done for thee to keep me in remembrance ? But the memory that I could give water to thee to allay thy thirst will cling to my heart and enfold it in sweetness. The morning hour is late, the bird sings in weary notes, neem leaves rustle overhead and I sit and think and think.



এখানে ঘোর ভাঙে না তোর যে  
 মেলে না তোর আঁখি,  
 কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে  
 জানিস নে তুই তা কি।  
 ওরে অসল, জানিস নে তুই তা কি।  
 জাগো এবার জাগো,  
 বেলা কাটাস না গো।  
 কঠিন পথের শেষে  
 কোথায় অগম বিজন দেশে  
 ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো,  
 দিস নে তারে ফাঁকি।  
 চিরজীবন দিস নে তারে ফাঁকি।  
 জাগো এবার জাগো,  
 বেলা কাটাস না গো।

প্রখর রবির তাপে  
 নাহয় শুল্ক গগন কাঁপে,  
 নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে  
 দিক চারি দিক ঢাকি।  
 পিপাসাতে দিক চারি দিক ঢাকি।

মনের মাঝে চাহি  
 দেখে রে আনন্দ কি নাহি।  
 পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি  
 বাজবে তোরে ডাকি।  
 মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি।  
 জাগো এবার জাগো,  
 বেলা কাটাস না গো।

গীতিমাল্য ১৮

55

LANGUOR is upon your heart and the  
 slumber is still on your eyes.

Has not the word come to you that the  
 flower is reigning in splendour among  
 thorns ? Wake, oh awaken ! Let not the  
 time pass in vain !

At the end of the stony path, in the coun-  
 try of virgin solitude my friend is sitting  
 all alone. Deceive him not. Wake, oh  
 awaken !

What if the sky pants and trembles with  
 the heat of the midday sun what if the  
 burning sand spreads its mantle of thirst-  
 Is there no joy in the deep of your heart  
 ? At every footfall of yours, will not the  
 harp of the road break out in sweet mu-  
 sic of pain ?

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর  
 তুমি তাই এসেছ নীচে—  
 আমায় নাইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,  
 তোমার প্রেম হত যে মিছে।  
 আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,  
 আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,  
 মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে  
 তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে  
 তবু আমার হৃদয় লাগি  
 ফিরছ কত মনোহরণ বেশে—  
 প্রভু, নিত্য আছ জাগি।  
 তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে  
 তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,  
 মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে  
 সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

গীতাঞ্জলি ১২১

THUS it is that thy joy in me is so full.  
 Thus it is that thou hast come down to me.  
 O thou lord of all heavens, where would  
 be thy love if I were not ?

Thou hast taken me as thy partner of all  
 this wealth. In my heart is the endless play  
 of thy delight. In my life thy will is ever  
 taking shape.

And for this, thou who art the King of kings  
 hast decked thyself in beauty to captivate  
 my heart. And for this thy love loses itself  
 in the love of thy lover, and there art thou  
 seen in the perfect union of two.

আলো, আমার আলো, ওগো  
 আলো ভুবনভরা!  
 আলো নয়ন - ধোওয়া আমার  
 আলো হৃদয়হরা!  
 নাচে আলো নাচে, ও ভাই,  
 আমার প্রাণের কাছে।  
 বাজে আলো বাজে, ও ভাই,  
 হৃদয়বীণার মাঝে।  
 জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস,  
 হাসে সকল ধরা।  
 আলো, আমার আলো, ওগো  
 আলো ভুবনভরা।  
 আলোর স্রোতে পাল তুলেছে  
 হাজার প্রজাপতি,  
 আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে  
 মল্লিকা মালতী।  
 মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই,  
 যায় না মানিক গোনা।  
 পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই,  
 পুলক রাশি রাশি।  
 সুরনদীর কূল ডুবেছে  
 সুধা- নিঝর - বরা।  
 আলো, আমার আলো, ওগো  
 আলো ভুবনভরা!

অচলায়তন

57

LIGHT, my light, the world-filling light, the  
 eye-kissing light, heart-sweetening light !

Ah, the light dances, my darling, at the centre  
 of my life ; the light strikes, my darling, the  
 chords of my love ; the sky opens, the wind  
 runs wild, laughter passes over the earth.

The butterflies spread their sails on the sea of  
 light. Lilies and jasmines surge up on the crest  
 of the waves of light

The light is shattered into gold on every cloud,  
 my darling, and it scatters gems in profusion.

Mirth spreads from leaf to leaf, my darling,  
 and gladness without measure. The heaven's  
 river has drowned its banks and the flood of  
 joy is abroad.

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পুরে,  
 আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।  
 যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে  
 অধীর হয়ে তবুলতায় ঘাসে,  
 যে আনন্দে দুই পাগলের মতো  
 জীবন মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে—  
 সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

যে আনন্দ আসে বাড়ের বেশে,  
 ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অটু হেসে।  
 যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে  
 দুঃখব্যথার রক্তশতদলে,  
 যা আছে সব ধুলায় ফেলে দিয়ে,  
 যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে—  
 সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

গীতাঞ্জলি ১৩৪

LET all the strains of joy mingle in my last  
 song the joy that makes the earth flow over  
 in the riotous excess of the grass, the joy  
 that sets the twin brothers, life and death,  
 dancing over the wide world, the joy that  
 sweeps in with the tempest, shaking and  
 waking all life with laughter, the joy that  
 sits still with its tears on the open red lotus  
 of pain, and the joy that throws everything  
 it has upon the dust, and knows not a word.

এই তো তোমার প্রেম, ওগো  
 হৃদয়হরণ,  
 এই-যে পাতায় আলো নাচে  
 সোনার বরন।

এই - যে মধুর আলস-ভরে  
 মেঘ ভেসে যায় আকাশ- 'পরে,  
 এই-যে বাতাস দেহে করে  
 অমৃতক্ষরণ—

এই তো তোমার প্রেম, ওগো  
 হৃদয়হরণ!

প্রভাত - আলোর ধারায় আমার  
 নয়ন ভেসেছে।

এই তোমারি প্রেমের বাণী  
 প্রাণে এসেছে।

তোমারি মুখ ওই নুয়েছে,  
 মুখে আমার চোখ থুয়েছে  
 আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে  
 তোমারি চরণ।

গীতাঞ্জলি ৩০

YES, I know, this is nothing but thy love, O beloved of my heart this golden light that dances upon the leaves, these idle clouds sailing across the sky, this passing breeze leaving its coolness upon my forehead.

The morning light has flooded my eyes this is thy message to my heart. Thy face is bent from above, thy eyes look down on my eyes, and my heart has touched thy feet.

জগৎ - পারাবারের তীরে  
 ছেলেরা করে মেলা।  
 অন্তহীন গগনতল  
 মাথার 'পরে অচঞ্চল,  
 ফেনিল ওই সুনীল জল  
 নাচিছে সারা বেলা।  
 উঠিছে তটে কী কোলাহল—  
 ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,  
 বিনুক নিয়ে খেলা।  
 বিপুল নীল সলিল- 'পরি  
 ভাসায় তারা খেলার তরী  
 আপন হাতে হেলায় গড়ি  
 পাতায় গাঁথা ভেলা।

জগৎ -পারাবারের তীরে  
 ছেলেরা করে খেলা।

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,  
 জানে না জাল ফেলা।  
 ডুবুরি ডুবে মুকুতা চেয়ে,  
 বণিক ধায় তরণী বেয়ে—  
 ছেলেরা নুড়ি কুড়িয়ে পেয়ে  
 সাজায় বসি ঢেলা।  
 রতন ধন খোঁজে না তারা,  
 জানে না জাল ফেলা।

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,  
 হাসে সাগর - বেলা।

ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে  
 রচিছে গাথা তরল তানে,  
 দোলনা ধরি যেমন গানে,  
 জননী দেয় ঠেলা।

সাগর খেলে শিশুর সাথে,  
 হাসে সাগর-বেলা।

জগৎ - পারাবারের তীরে  
 ছেলেরা করে মেলা।

বাঞ্ছা ফিরে গগনতলে,  
 তরণী ডুবে সুদূর জলে,  
 মরণদূত উড়িয়া চলে—  
 ছেলেরা করে খেলা।

জগৎ-পারাবারের তীরে  
 শিশুর মহামেলা।

শিশু

ON the seashore of endless worlds children meet.  
 The infinite sky is motionless overhead and the  
 restless water is boisterous. On the seashore of  
 endless worlds the children meet with shouts and  
 dances.

They build their houses with sand and they play  
 with empty shells. With withered leaves they weave  
 their boats and smilingly float them on the vast  
 deep. Children have their play on the seashore of  
 worlds.

They know not how to swim, they know not how  
 to cast nets. Pearl fishers dive for pearls, merchants  
 sail in their ships, while children gather pebbles  
 and scatter them again. They seek not for hidden  
 treasures, they know not how to cast nets.

The sea surges up with laughter and pale gleams  
 the smile of the sea beach. Death-dealing waves  
 sing meaningless ballads to the children, even like  
 a mother while rocking her baby's cradle. The sea  
 plays with children, and pale gleams the smile of  
 the sea beach.

On the seashore of endless worlds children meet.  
 Tempest roams in the pathless sky, ships get  
 wrecked in the trackless water, death is abroad  
 and children play. On the seashore of end-  
 less worlds is the great meeting of children.

খোকার চোখে যে ঘুম আসে

সকল - তাপ - নাশা—

জান কি কেউ কোথা হতে যে

করে সে যাওয়া - আসা।

শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে

জোনাকি - জ্বলা বনের ছায়ে

দুলিছে দুটি পারুল - কুঁড়ি,

তাহারি মাঝে বাসা—

সেখান হতে খোকার চোখে

করে সে যাওয়া - আসা।

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি

চমকে ঘুমঘোরে—

কোন দেশে যে জনম তার

কে ক'বে তাহা মোরে।

শুনেছি কোন্ শরৎ - মেঘে

শিশুর- শরীর কিরণ লেগে

সে হাসিৰুচি জনমি ছিল

শিশিরশুচি ভোরে—

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি

চমকে ঘুমঘোরে।

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে

যে কচি কোমলতা—

জান কি সে যে এতটা কাল

লুকিয়ে ছিল কোথা।

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে

কবুণ তারি পরান ছেয়ে

মাধুরীরূপে মুরছি ছিল

কহে নি কোনো কথা—

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে

যে কচি কোমলতা।

আশিস আসি পরশ করে

খোকারে ঘিরে ঘিরে—

জান কি কেহ কোথা হতে সে

বরষে তার শিরে।

আগুনে নব মলয়শ্বাসে,

শ্রাবণে নব নীপের বাসে

আশিনে নব ধান্যদলে

আষাঢ়ে নব নীরে—

আশিস আসি পরশ করে

খোকারে ঘিরে ঘিরে।

এই - যে খোকা তরুণতনু

নতুন মেলে আঁখি—

ইহার ভার কে লবে আজি

তোমরা জান তা কি?

হিরণময় - কিরণ - বোলা

যাঁহার এই ভুবন - দোলা

তপন শশী তারার কোলে

দেবেন এরে রাখি—

এই - যে খোকা তরুণতনু

নতুন মেলে আঁখি।

THE sleep that flits on baby's eyes does anybody know from where it comes? Yes, there is a rumour that it has its dwelling where, in the fairy village among shadows of the forest dimly lit with glow-worms, there hang two timid buds of enchantment. From there it comes to kiss baby's eyes.

The smile that flickers on baby's lips when he sleeps does anybody know where it was born? Yes, there is a rumour that a young pale beam of a crescent moon touched the edge of a vanishing autumn cloud, and there the smile was first born in the dream of a dew-washed morning the smile that flickers on baby's lips when he sleeps.

The sweet, soft freshness that blooms on baby's limbs does anybody know where it was hidden so long? Yes, when the mother was a young girl it lay pervading her heart in tender and silent mystery of love the sweet, soft freshness that has bloomed on baby's limbs

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে  
 তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে  
 এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,  
 কেন এত রঙ লাগে ফুলের পাতে—  
 রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে  
 আপন হৃদয় - মাঝে বুঝি রে তবে  
 পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,  
 ঢেউ বহে নিজমনে তরলরবে—  
 বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যাবে।

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,  
 হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,  
 তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,  
 ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে—  
 যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি  
 হাসিটি ফুটায় তুলি তখনি জানি  
 আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,  
 বায়ু দিয়ে যায় বুক অমৃত আনি—  
 বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি।

শিশু : কেন মধুর

62

WHEN I bring to you coloured toys, my child, I understand why there is such a play of colours on clouds, on water, and why flowers are painted in tints when I give coloured toys to you, my child.

When I sing to make you dance I truly know why there is music in leaves, and why waves send their chorus of voices to the heart of the listening earth when I sing to make you dance.

When I bring sweet things to your greedy hands I know why there is honey in the cup of the flower and why fruits are secretly filled with sweet juice when I bring sweet things to your greedy hands.

When I kiss your face to make you smile, my darling, I surely understand what the pleasure is that streams from the sky in morning light, and what delight that is which the summer breeze brings to my body when I kiss you to make you smile.



কত অজানারে জানাইলে তুমি,  
কত ঘরে দিলে ঠাই—  
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,  
পরকে করিলে ভাই।

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে  
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,  
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন  
সে কথা যে ভুলে যাই।  
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,  
পরকে করিলে ভাই।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে  
যখনি যেখানে লবে,  
চিরজনমের পরিচিত ওহে,  
তুমিই চিনাবে সবে।

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,  
নাই কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,  
সবার মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—  
দেখা যেন সদা পাই।  
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু  
পরকে করিলে ভাই।

গীতাঞ্জলি ৩

THOU hast made me known to friends whom  
I knew not. Thou hast given me seats in  
homes not my own. Thou hast brought the  
distant near and made a brother of the  
stranger.

I am uneasy at heart when I have to leave my  
accustomed shelter ; I forget that there abides  
the old in the new, and that there also thou  
abidest.

Through birth and death, in this world or in  
others, wherever thou leadest me it is thou,  
the same, the one companion of my endless  
life who ever linkest my heart with bonds of  
joy to the unfamiliar.

When one knows thee, then alien there is  
none, then no door is shut. Oh, grant me my  
prayer that I may never lose the bliss of the  
touch of the one in the play of the many.

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে  
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে,  
'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে  
আঁচল- আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে?  
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,  
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'

গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো  
ক্ষণেক - তরে আমার মুখে তুলে  
সে কহিল, 'ভাসিয়ে দেব আলো,  
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।'  
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে,  
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে  
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তারে,  
'তোমার ঘরে সকল আলো জ্বলে  
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে?  
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,  
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'

আমার মুখে দুটি নয়ন কালো  
ক্ষণেক - তরে রইল চেয়ে ভুলে—  
সে কহিল, 'আমার এ-যে আলো  
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।'  
চেয়ে দেখি, শূন্য গগন-কোণে  
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে  
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে,  
'ওগো, তুমি চলেছ কার তরে  
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে?  
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,  
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'

অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো  
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে—  
সে কহিল, 'এনেছি এই আলো,  
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।'  
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে  
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।

খেয়া : অনাবশ্যক

ON the slope of the desolate river among tall grasses I asked her, "Maiden, where do you go shading your lamp with your mantle? My house is all dark and lonesome lend me your light!" She raised her dark eyes for a moment and looked at my face through the dusk. "I have come to the river," she said, "to float my lamp on the stream when the daylight wanes in the west." I stood alone among tall grasses and watched the timid flame of her lamp uselessly drifting in the tide.

In the silence of gathering night I asked her, "Maiden, your lights are all lit then where do you go with your lamp? My house is all dark and lone- some, lend me your light" She raised her dark eyes on my face and stood for a moment doubtful. "I have come," she said at last, "to dedicate my lamp to the sky." I stood and watched her light uselessly burning in the void.

In the moonless gloom of midnight I asked her, "Maiden, what is your quest holding the lamp near your heart? My house is all dark and lone- some, lend me your light." She stopped for a minute and thought and gazed at my face in the dark. "I have brought my light," she said, "to join the carnival of lamps." I stood and watched her little lamp uselessly lost among lights.

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ  
 কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।  
 আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি  
 দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—  
 আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি  
 শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।  
 হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ  
 কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি  
 রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।  
 তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি  
 জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,  
 আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে  
 আমার মাঝারে নিজে করে করিয়া দান।  
 হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ।  
 কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

গীতাঞ্জলি ১০১

WHAT divine drink wouldst thou have, my God,  
 from this overflowing cup of my life ?

My poet, is it thy delight to see thy creation through  
 my eyes and to stand at the portals of my ears si-  
 lently to listen to thine own eternal harmony ?

Thy world is weaving words in my mind and thy  
 joy is adding music to them. Thou givest thyself to  
 me in love and then feelest thine own entire sweet-  
 ness in me.

জীবন যা চিরদিন

রয়ে গেছে আভাসে,

প্রভাতের আলোকে যা

ফোটে নাই প্রকাশে,

জীবনের শেষ দানে

জীবনের শেষ গানে,

হে দেবতা, তাই আজি

দিব তব সকাশে—

প্রভাতের আলোকে যা

ফোটে নাই প্রকাশে।

কথা তারে শেষ ক'রে

পারে নাই বাঁধিতে,

গান তারে সুর দিয়ে

পারে নাই সাধিতে।

কী নিভূতে চুপে চুপে

মোহন নবীনরূপে

নিখিলনয়ন হতে

ঢাকা ছিল, সখা, সে—

প্রভাতের আলোকে তো

ফোটে নাই প্রকাশে।

ভ্রমেছি তাহারে লয়ে

দেশে দেশে ফিরিয়া,

জীবনে যা ভাঙাগড়া

সবই তারে ঘিরিয়া।

সব ভাবে সব কাজে

আমার সবার মাঝে

শয়নে স্বপনে থেকে

তবু ছিল একা সে—

প্রভাতের আলোকে তো

ফোটে নাই প্রকাশে।

কত দিন কত লোকে

চেয়েছিল, উহারে,

বৃথা ফিরে গেছে তারা

বাহিরের দুয়ারে।

আর কেহ বুঝিবে না,

তোমা - সাথে হবে চেনা

সেই আশা লয়ে ছিল

আপনারই আকাশে—

প্রভাতের আলোকে তা

ফোটে নাই প্রকাশে।

SHE who ever had remained in the depth of my being, in the twilight of gleams and of glimpses ; she who never opened her veils in the morning light, will be my last gift to thee, my God, folded in my final song.

Words have wooed yet failed to win her ; persuasion has stretched to her its eager arms in vain.

I have roamed from country to country keeping her in the core of my heart, and around her have risen and fallen the growth and decay of my life.

Over my thoughts and actions, my slumbers and dreams, she reigned yet dwelled alone and apart.

Many a man knocked at my door and asked for her and turned away in despair.

There was none in the world who ever saw her face to face, and she remained in her loneliness waiting for thy recognition.

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।  
 হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়  
 প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে  
 মুগ্ধ প্রাণ বেঁটন করেছে চারি ভিতে।  
 সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণখালা  
 নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা  
 নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে;  
 সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে  
 চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি  
 পশ্চিমসমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ  
 অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শূত্র ভাস;  
 দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,  
 বর্ণ নাই, গন্ধ নাই— নাই নাই বাণী।

নৈবেদ্য ৮১

67

THOU art the sky and thou art the nest as well.

O thou beautiful, there in the nest it is thy love that  
 encloses the soul with colours and sounds and  
 odours.

There comes the morning with the golden basket  
 in her right hand bearing the wreath of beauty, si-  
 lently to crown the earth.

And there comes the evening over the lonely mead-  
 ows deserted by herds, through trackless paths,  
 carrying cool draughts of peace in her golden  
 pitcher from the western ocean of rest.

But there, where spreads the infinite sky for the  
 soul to take her flight in, reigns the stainless white  
 radiance. There is no day nor night, nor form nor  
 colour, and never, never a word.

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া

এ আমার ধরনীতে।

সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া,

কী আছে কী চায় নিতে।

রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে, জানি,

নিয়ে যায় বহি মেঘ - আবরণখানি—

নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী

খচিত ললিত গীতে।

নব নব রূপে বরণে বরনে ভরি

বুকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরী।

লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,

হে নিরঞ্জন, তাই বাস তারে ভালো,

তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো

সকলুণ ছায়াটিতে।

গীতিমাল্য ২৯

68

THY sunbeam comes upon this earth of mine  
with arms outstretched and stands at my door  
the livelong day to carry

back to thy feet clouds made of my tears and  
sighs and songs.

With fond delight thou wrappest about thy  
starry breast that mantle of misty cloud, turn-  
ing it into numberless shapes and folds and  
colouring it with hues ever changing.

It is so light and so fleeting, tender and tear-  
ful and dark, that is why thou lovest it, O  
thou spotless and serene. And that is why it  
may cover thy awful white light with its pa-  
thetic shadows.

৬৯

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়  
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়  
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগবিজয়ে,  
সেই প্রাণ অপবুপ ছন্দে তলে লয়ে  
নাচিছে ভুবনে— সেই প্রাণ চুপে চুপে  
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে  
লক্ষ লক্ষ তুণে তুণে সঞ্চারে হরষে,  
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে; বরষে বরষে,  
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র - দোলায়  
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার - ভাঁটায়।  
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ  
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।  
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন  
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

নৈবেদ্য ২৬

69

THE same stream of life that runs through  
my veins night and day runs through the world  
and dances in rhythmic measures.

It is the same life that shoots in joy through  
the dust of the earth in numberless blades of  
grass and breaks into tumultuous waves of  
leaves and flowers.

It is the same life that is rocked in the ocean-  
cradle of birth and of death, in ebb and in  
flow.

I feel my limbs are made glorious by the touch  
of this world of life. And my pride is from the  
life -throb of ages dancing in my blood this  
moment.

৭০

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,  
খসে যাবার ভেসে যাবার,  
ভাঙবারই আনন্দে রে।

পাতিয়া কান শুনিস না যে  
দিকে দিকে গগন- মাঝে  
মরণ - বীণায় কী সুর বাজে  
তপন - তারা - চন্দ্রে রে  
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে  
জ্বলবারই আনন্দে রে।

পাগল - করা গানের তানে  
ধায় যে কোথা কেইবা জানে,  
চায় না ফিরে পিছন - পানে,  
রয় না বাঁধা বন্ধে রে  
লুটে যাবার ছুটে যাবার  
চলবারই আনন্দে রে।

সেই আনন্দ - চরণ - পাতে  
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,  
প্লাবন বহে যায় ধরাতে  
বরন - গীতে গন্ধে রে  
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার  
মরবারই আনন্দে রে।

গীতাঞ্জলি ৩৬

70

Is it beyond thee to be glad with the gladness of  
this rhythm ? to be tossed and lost and broken  
in the whirl of this fearful joy ?

All things rush on, they stop not, they look not  
behind, no power can hold them back, they rush  
on.

Keeping steps with that restless, rapid music,  
seasons come dancing and pass away colours,  
tunes, and perfumes pour in endless cascades in  
the abounding joy that scatters and gives up and  
dies every moment.



আমি আমায় করব বড়ো

এই তো তোমার মায়া—

তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে

ফেলব রঙিন ছায়া।

তুমি তোমায় রাখবে দূরে,

ডাকবে তারে নানা সুরে,

আপনারি বিরহ তোমার

আমায় নিল কায়া।

বিরহগান উঠল বেজে

বিশ্বগগনময়।

কত রঙের কান্নাহাসি,

কতই আশা - ভয়।

কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,

কত স্বপন ভাঙে গড়ে,

আমার মাঝে রচিলে যে

আপন পরাজয়।

এই যে তোমার আড়ালখানি

দিলে তুমি ঢাকা,

দিবানিশির তুলি দিয়ে

হাজার ছবি আঁকা—

এরি মাঝে আপনাকে যে

বাঁধা রেখে বসলে সেজে,

সোজা কিছু রাখলে না, সব

মধুর বাঁকে বাঁকে।

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে

তোমার আমার মেলা।

দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে

তোমার আমার খেলা।

তোমার আমার গুঞ্জরণে

বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,

তোমার আমার যাওয়া - আসায়

কাটে সকল বেলা।

গীতিমাল্য ১৫

71

THAT I should make much of myself and turn it on all sides, thus casting coloured shadows on thy radiance such is thy maya.

Thou settest a barrier in thine own being and then callest thy severed self in myriad notes. This thy self-separation has taken body in me.

The poignant song is echoed through all the sky in many-coloured tears and smiles, alarms and hopes ; waves rise up and sink again, dreams break and form. In me is thy own defeat of self.

This screen that thou hast raised is painted with innumerable figures with the brush of the night and the day. Behind it thy seat is woven in wondrous mysteries of curves, casting away all barren lines of straightness.

The great pageant of thee and me has overspread the sky. With the tune of thee and me all the air is vibrant, and all ages pass with the hiding and seeking of thee and me.

কে গো অন্তরতর সে।  
 আমার চেতনা আমার বেদনা  
 তারি সুগভীর পরশে।  
 আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,  
 বাজায় হৃদয় - বীণার তন্ত্র,  
 কত আনন্দে জাগায় ছন্দ  
 কত সুখে দুখে হরষে।

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে  
 সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,  
 তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে,  
 ডুবালে সে সুধাসরসে।

কত দিন আসে কত যুগ যায়  
 গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,  
 নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে  
 নিতি নিতি রস বরষে।

গীতিমাল্য ২২

72

HE it is, the innermost one, who awakens my being with his deep hidden touches.

He it is who puts his enchantment upon these eyes and joyfully plays on the chords of my heart in varied cadence of pleasure and pain.

He it is who weaves the web of this maya in evanescent hues of gold and silver, blue and green, and lets peep out through the folds his feet, at whose touch I forget myself.

Days come and ages pass, and it is ever he who moves my heart in many a name, in many a guise, in many a rapture of joy and of sorrow.

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্যবন্দন - মাঝে মহানন্দময়  
 লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার  
 মুক্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার  
 তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত  
 নানা-বর্ণ-গন্ধ-ময়। প্রদীপের মতো  
 সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়  
 জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়  
 তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার

বুন্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।  
 যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে  
 তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।  
 মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,  
 প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

নৈবেদ্য ৩০

73

DELIVERANCE is not for me in renuncia- tion. I feel the embrace of freedom in a thousand bonds of delight.

Thou ever pourest for me the fresh draught of thy wine of various colours and fragrance, filling this earthen vessel to the brim.

My world will light its hundred different lamps with thy flame and place them before the altar of thy temple.

No, I will never shut the doors of my senses. The delights of sight and hearing and touch will bear thy delight. Yes, all my illusions will burn into illumination of joy, and all my desires ripen into fruits of love.

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া  
 ধরনীতে,  
 এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি  
 ভরে নিতে।  
 জলধারার কলস্বরে  
 সন্ধ্যাগগন আকুল করে,  
 ওরে, ডাকে আমায় পথের 'পরে  
 সেই ধ্বনিতে।  
 চল্ রে ঘাটে কলসখানি  
 ভরে নিতে।

এখন বিজন পথে করে না কেউ  
 আসা-যাওয়া—  
 ওরে, প্রেম-নদীতে উচ্ছে ঢেউ,  
 উতল হাওয়া।  
 জানি না আর ফিরব কি না,  
 কার সাথে আজ হবে চিনা,  
 ঘটে সেই অজানা বাজায় বীণা  
 চল্ রে ঘাটে কলসখানি  
 ভরে নিতে।

গীতাঞ্জলি ২৬

74

THE day is no more, the shadow is upon the  
 earth. It is time that I go to the stream to fill  
 my pitcher.

The evening air is eager with the sad music of  
 the water. Ah, it calls me out into the dusk. In  
 the lonely lane there is no passer by, the wind  
 is up, the ripples are rampant in the river.

I know not if I shall come back home. I know  
 not whom I shall chance to meet. There at the  
 fording in the little boat the unknown man  
 plays upon his lute.

মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,  
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু  
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ  
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।

নদী ধায় নিত্যকাজে, সর্ব কৰ্ম সারি  
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি  
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে বারে অনিবার।  
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার  
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,  
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।  
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।  
কবি আপনার গানে যত কথা কহে  
নানা জনে লহে তার নানা অর্থটানি,  
তোমা-পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

নৈবেদ্য : ৪৪

75

THY gifts to us mortals fulfil all our needs  
and yet run back to thee un- diminished.

The river has its everyday work to do and has-  
tens through fields and hamlets ; yet its inces-  
sant stream winds towards the washing of thy  
feet.

The flower sweetens the air with its perfume ;  
yet its last service is to offer itself to thee.

Thy worship does not impoverish the world.

From the words of the poet men take what  
meanings please them ; yet their last meaning  
points to thee.

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী,  
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।  
 করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,  
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে  
 বিজনে বিরলে হে,  
 নম্রহৃদয়ে নয়নের জলে  
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে  
 কর্মপারাবার - পারে হে,  
 নিখিল জগতজনের মাঝারে  
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে  
 সমাপন হবে হে,  
 ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে  
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

নৈবেদ্য : ১

76

DAY after day, O lord of my life, shall I stand  
 before thee face to face ? With folded hands, O  
 lord of all worlds, shall I stand before thee face  
 to face ?

Under thy great sky in solitude and silence, with  
 humble heart shall I stand before thee face to face  
 ?

In this laborious world of thine, tumultuous with  
 toil and with struggle, among hurrying crowds  
 shall I stand before thee face to face ?

And when my work shall be done in this world,  
 O King of kings, alone and speechless shall I stand  
 before thee face to face ?

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,  
 আপন জেনে আদর করি নে।  
 পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,  
 বশ্বু বলে দু হাত ধরি নে।  
 আপনি তুমি অত সহজ প্রেমে  
 আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে  
 সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে  
 সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে।

ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু,  
 তাদের পানে তাকাই না যে তবু,  
 ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন  
 তোমার মুঠা কেন ভরি নে।  
 ছুটে এসে সবার সুখে দুখে  
 দাঁড়াই নে তো তোমারই সম্মুখে,  
 সাঁপিয়ে প্রাণ ক্লাস্তিবিহীন কাজে  
 প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।

গীতাঞ্জলি ৯৩

77

I KNOW thee as my God and stand apart I do  
 not know thee as my own and come closer. I  
 know thee as my father and bow before thy feet  
 I do not grasp thy hand as my friend's.

I stand not where thou comest down and ownest  
 thyself as mine, there to clasp thee to my heart  
 and take thee as my comrade.

Thou art the Brother amongst my brothers, but  
 I heed them not, I divide not my earnings with  
 them, thus sharing my all with thee.

In pleasure and in pain I stand not by the side  
 of men, and thus stand by thee. I shrink to give  
 up my life, and thus do not plunge into the great,  
 waters of life.

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন  
 সৃষ্টি করার কাজে  
 সকল তারা উঠল ফুটে  
 নীল আকাশের মাঝে  
 নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে  
 সুরসভার তলে  
 ছায়াপথে দেবতা সবাই  
 বসেন দলে দলে।  
 গাহেন তাঁরা, 'কী আনন্দ!  
 এ কী পূর্ণ ছবি।  
 এ কী মন্ত্র, এ কী ছন্দ—  
 গ্রহ চন্দ্র রবি!'

হেনকালে সভায় কে গো  
 হঠাৎ বলি উঠে  
 'জ্যোতির মালায় একটি তারা  
 কোথায় গেছে টুটে!'  
 ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,  
 থেমে গেল গান—  
 হারা তারা কোথায় গেল  
 পড়িল সম্মান।  
 সবাই বলে, 'সেই তারাতেই  
 স্বর্গ হত আলো—  
 সেই তারাটাই সবার বড়ো,  
 সবার চেয়ে ভালো।'  
 সেদিন হতে জগৎ আছে  
 সেই তারাটির খোঁজে—  
 তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে  
 চক্ষু নাহি বোজে।  
 সবাই বলে, 'সকল চেয়ে  
 তারেই পাওয়া চাই।'  
 সবাই বলে, 'সে গিয়েছে  
 ভুবন কানা তাই!  
 শুধু গভীর রাত্রিবেলায়  
 স্তম্ভ তারার দলে  
 'মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে'  
 নীরব হেসে বলে।

খেয়া : হারাধন

78

WHEN the creation was new and all the stars shone in their first splendour, the gods held their assembly in the sky and sang " Oh, the picture of perfection ! the joy unalloyed ! "

But one cried of a sudden " It seems that somewhere there is a break in the chain of light and one of the stars has been lost."

The golden string of their harp snapped, their song stopped, and they cried in dismay "Yes, that lost star was the best, she was the glory of all heavens ! "

From that day the search is un- ceasing for her, and the cry goes on from one to the other that in her the world has lost its one joy !

Only in the deepest silence of night the stars smile and whisper among themselves " Vain is this seeking ! Unbroken perfection is over all !



যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু,  
এবার এ জীবনে  
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন  
সে কথা রয় মনে।  
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই  
শয়নে স্বপনে।  
এ সংসারের হাটে  
আমার যতই দিবস কাটে,  
আমার যতই দু হাত ভরে ওঠে ধনে,  
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন  
সে কথা রয় মনে।  
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই  
শয়ন স্বপনে।  
যদি আলসভরে  
আমি বসি পথের 'পরে  
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,  
যেন সকল পথই বাকি আছে  
সে কথা রয় মনে।  
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই  
শয়নে স্বপনে।  
যতই উঠে হাসি,  
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,  
ওগো, যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,  
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা  
সে কথা রয় মনে।  
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই  
শয়নে স্বপনে।

গীতাঞ্জলি ২৪

79

IF it is not my portion to meet thee in this my life then let me ever feel that I have missed thy sight let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

As my days pass in the crowded market of this world and my hands grow full with the daily profits, let me ever feel that I have gained nothing let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

When I sit by the roadside, tired and panting, when I spread my bed low in the dust, let me ever feel that the long journey is still before me let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

When my rooms have been decked out and the flutes sound and the laughter there is loud, let me ever feel that I have not invited thee to my house- let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো  
 তোমার গগনে - কোণে  
 সদাই ফিরি অকারণে।  
 তুমি আমার চিরদিনের  
 দিনমণি গো—  
 আজো তোমার কিরণ - পাতে  
 মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে  
 দেয় নি মোরে বাষ্প ক'রে  
 তোমার পরশনি—  
 তোমা হতে পৃথক হয়ে  
 বৎসর মাস গণি।  
 ওগো, এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,  
 এমনি খেলা তব,  
 তবে খেলাও নব নব।  
 লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক  
 ক্ষণিকতা গো—  
 সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে  
 ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে  
 বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে  
 খেলাও যথা - তথা—  
 শূন্য আমায় নিয়ে রচ  
 নিত্য বিচিত্রতা।

ওগো, আবার যবে ইচ্ছা হবে  
 সাঙ্গ করো খেলা  
 ঘোর নিশীথ-রাত্রিবেলা।  
 অশ্রুধারে বারে যাব  
 অন্ধকারে গো—

প্রভাত - কালে রবে কেবল  
 নির্মলতা শুভ্রশীতল,  
 রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ  
 হাসবে চারি ধারে—  
 মেঘের খেলা মিলিয়ে যাবে  
 জ্যোতিসাগর - পারে।

খেয়া : লীলা

I AM like a remnant of a cloud of autumn use-  
 lessly roaming in the sky, O my sun ever-glori-  
 ous ! Thy touch has not yet melted my vapour,  
 making me one with thy light, and thus I count  
 months and years separated from thee. If this  
 be thy wish and if this be thy

play, then take this fleeting emptiness of mine,  
 paint it with colours, gild it with gold, float it  
 on the wanton wind and spread it in varied  
 wonders.

And again when it shall be thy wish to end this  
 play at night, I shall melt and vanish away in the  
 dark, or it may be in a smile of the white morn-  
 ing, in a coolness of purity transparent.

ত্বাৰো মাৰো কত বার ভাবি কৰ্ম হীন

আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ—  
 আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ  
 ওগো অন্তর্যামী দেব! অন্তরে অন্তরে  
 গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন অবসরে  
 বীজেৰে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে;  
 মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে;  
 ফুলেৰে করেছ ফল রসে সুমধুর,  
 বীজে পরিণত গৰ্ভ। আমি নিদ্রাতুর  
 আলস্যশয্যার 'পরে শ্রান্তিতে মরিয়া  
 ভেবেছিলাম সব কৰ্ম রহিল পড়িয়া।  
 প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন;  
 দেখিনু ভরিয়া আছে আমার কানন।

নৈবেদ্য ২৪

81

ON many an idle day have I grieved over lost time. But it is never lost, my lord. Thou hast taken every moment of my life in thine own hands.

Hidden in the heart of things thou art nourishing seeds into sprouts, buds into blossoms, and ripening flowers into fruitfulness.

I was tired and sleeping on my idle bed and imagined all work had ceased.

In the morning I woke up and found my garden full with wonders of flowers.

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

গণনা কেহ না করে — রাত্রি আর দিন  
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।  
বিলম্ব নাহিকো তব, নাহি তব ত্বরা—  
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধরে  
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে  
চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই  
আমাদের হাতে; কাড়াকাড়ি করে তাই  
সবে মিলে, দেরি কারো নাহি সহে কভু।  
আগে তাই সকলের সব সেবা, প্রভু,  
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল—  
শূন্য পড়ে থাকে, হয়, তব পূজাখাল।

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়—  
এসে দেখি, যায় নাই তোমার সময়।

নৈবেদ্য ৩৯

82

TIME is endless in thy hands, my lord. There is none to count thy minutes.

Days and nights pass and ages bloom and fade like flowers. Thou knowest how to wait.

Thy centuries follow each other perfecting a small wild flower.

We have no time to lose, and having no time we must scramble for our chances. We are too poor to be late.

And thus it is that time goes by while I give it to every querulous man who claims it, and thine altar is empty of all offerings to the last.

At the end of the day I hasten in fear lest thy gate be shut ; but I find that yet there is time.

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ  
 দুখের অশ্রুধার।  
 জননী গো, গাঁথব তোমার  
 গলার মুক্তাহার।  
 চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে  
 মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,

তোমার বুকে শোভা পাবে আমার  
 দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারি ধন,  
 কী করবে তা কও।  
 দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,  
 নিতে চাও তো লও।  
 দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,  
 খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—

তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,  
 এ মোর অহংকার।

গীতাঞ্জলি ১০

MOTHER, I shall weave a chain of pearls  
 for thy neck with my tears of sorrow.

The stars have wrought their anklets of  
 light to deck thy feet, but mine will hang  
 upon thy breast.

Wealth and fame come from thee and it  
 is for thee to give or to withhold them.  
 But this my sorrow is absolutely mine  
 own, and when I bring it to thee as my  
 offering thou rewardest me with thy  
 grace.

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ  
 ভুবনে ভুবনে রাজে হে।  
 কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে  
 আকাশে সাগরে সাজে হে।  
 সারা নিশি ধরি তারায় তারায়  
 অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,  
 পল্লবদলে শ্রাবণধারায়  
 তোমার বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়  
 তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,  
 কত প্রেমে হয় কত বাসনায়  
 কত সুখে দুখে কাজে হে।  
 সকল জীবন উদাস করিয়া  
 কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া  
 তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া  
 আমার হিয়ার মাঝে হে।

গীতাঞ্জলি ২৫

IT is the pang of separation that spreads throughout the world and gives birth to shapes innumerable in the infinite sky. It is this sorrow of separation that gazes in silence all night from star to star and becomes lyric among rustling leaves in rainy darkness of July.

It is this overspreading pain that deepens into loves and desires, into sufferings and joys in human homes ; and this it is that ever melts and flows in songs through my poet's heart.

প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন  
 বীরের দল  
 সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো  
 বিপুল বল!  
 কোথায় ধর্ম, অস্ত্র কোথায়,  
 ক্ষীণ দরিদ্র অতি-অসহায়,  
 চারি দিক হতে এসেছে আঘাত  
 অনর্গল—  
 প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন  
 বীরের দল  
 প্রভুগৃহমারো ফিরিলে যেদিন  
 বীরের দল  
 সেদিন কোথায় লুকালো আবার  
 বিপুল বল!  
 ধনু শর অসি কোথা গেল খসি,  
 শাস্তির হাসি উঠিল বিকশি—  
 চলে গেলে রাখি সারা জীবনের  
 সকল ফল,  
 প্রভুগৃহমারো ফিরিলে যেদিন  
 বীরের দল।

গীতাঞ্জলি ১২৩

85

WHEN the warriors came out first from their master's hall, where had they hid their power ? Where were their armour and their arms ?

They looked poor and helpless, and the arrows were showered upon them on the day they came out from their master's hall.

When the warriors marched back again to their master's hall where did they hide their power ?

They had dropped the sword and dropped the bow and the arrow ; peace was on their foreheads, and they had left the fruits of their life behind them on the day they marched back again to their master's hall.

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত  
আমার ঘরের দ্বারে,  
তব আহ্বান করি সে বহন  
পার হয়ে এল পারে।

আজি এ রজনী তিমির - আঁধার,  
ভয়ভারাতুর হৃদয় আমার,  
তবু দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার  
নমিয়া লইব তারে।

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত  
আমার ঘরের দ্বারে।

পূজিব তাহারে জোড় - কর করি  
ব্যাকুল নয়নজলে;  
পূজিব তাহারে পরানের ধন  
সঁপিয়া চরণতলে।

আদেশ পালন করিয়া তোমারি  
যাবে যে আমার প্রভাত আঁধারি,  
শূন্য ভবনে বসি তব পায়ে  
অর্পিব আপনারে।  
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত  
আমার ঘরের দ্বারে।

নৈবেদ্য ১৮

86

DEATH, thy servant, is at my door. He has crossed the unknown sea and brought thy call to my home.

The night is dark and my heart is fearful yet I will take up the lamp, open my gates and bow to him my welcome. It is thy messenger who stands at my door.

I will worship him with folded hands, and with tears. I will worship him placing at his feet the treasure of my heart.

He will go back with his errand done, leaving a dark shadow on my morning ; and in my desolate home only my forlorn self will remain as my last offering to thee.



আমার ঘরেতে আর না যে নাই—  
 যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।  
 আমার ঘরেতে, নাথ, এইটুকু স্থান  
 সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।  
 অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম—  
 হে নাথ, খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।  
 দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যাগগনের তলে,  
 চাহিলাম তোমা- পানে নয়নের জলে।  
 কোনো মুখ কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো  
 যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো,  
 সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া—  
 দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া।  
 ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস  
 বিশ্ব-মাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

স্মরণ ৫

87

IN desperate hope I go and search for  
 her in all the corners of my room ; I find  
 her not.

My house is small and what once has  
 gone from it can never be regained.

But infinite is thy mansion, my lord, and  
 seeking her I have come to thy door.

I stand under the golden canopy of thine  
 evening sky and I lift my eager eyes to  
 thy face.

I have come to the brink of eternity from  
 which nothing can vanish no hope, no  
 happiness, no vision of a face seen  
 through tears.

Oh, dip my emptied life into that ocean,  
 plunge it into the deepest full- ness. Let  
 me for once feel that lost sweet touch in  
 the allness of the universe.

ভাঙা দেউলের দেবতা !  
 তব বন্দনা রচিত, ছিন্না  
 বীণার তন্ত্রী বিরতা।  
 সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ  
 তোমার আরতি - বারতা।  
 তব মন্দির স্থিরগন্তীর  
 ভাঙা দেউলের দেবতা !

তব জনহীন ভবনে  
 থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ  
 নববসন্তপবনে।  
 যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য,  
 রাখে নি ও রাঙা চরমে,  
 সে ফুল ফোটায় আসে সমাচার  
 জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারি  
 কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন  
 কার প্রসাদের ভিখারি !  
 গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়  
 চির-উপবাস - ভুখারি  
 ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে  
 পূজাহীন তব পূজারি।  
 ভাঙা দেউলের দেবতা !  
 কত উৎসব হইল নীরব,  
 কত পূজানিশা বিগতা !  
 কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা  
 কত যায় কত কব তা—  
 শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন  
 ভাঙা দেউলের দেবতা।

কল্পনা : ভগ্নমন্দির

88

DEITY of the ruined temple ! The broken strings of Vina sing no more your praise. The bells in the evening proclaim not your time of worship. The air is still and silent about you.

In your desolate dwelling comes the vagrant spring breeze. It brings the tidings of flowers the flowers that for your worship are offered no more.

Your worshipper of old wanders ever longing for favour still refused. In the eventide, when fires and shadows mingle with the gloom of dust, he wearily comes back to the ruined temple with hunger in his heart.

Many a festival day comes to you in silence, deity of the ruined temple. Many a night of worship goes away with lamp unlit.

Many new images are built by masters of cunning art and carried to the holy stream of oblivion when their time is come.

Only the deity of the ruined temple remains unworshipped in deathless neglect.

কোলাহল তো বারণ হল  
 এবার কথা কানে কানে।  
 এখন হবে প্রাণের আলাপ  
 কেবলমাত্র গানে গানে।  
 রাজার পথে লোক ছুটেছে,  
 বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,  
 আমার ছুটি অবেলাতেই  
 দিনদুপুরের মধ্যখানে—  
 কাজের মাঝে ডাক পড়েছে  
 কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল  
 উঠুক তবে মুঞ্জুরিয়া।  
 মধ্যদিনে মৌমাছির  
 বেড়াক মৃদু গুঞ্জুরিয়া।  
 মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্ব খেটে  
 গেছে তো দিন অনেক কেটে,  
 অসল - বেলার খেলার সাথি  
 এবার আমার হৃদয় টানে।  
 বিনা - কাজের ডাক পড়েছে  
 কেন যে তা কেই বা জানে।

গীতিমাল্য ৮

No more noisy, loud words from me such  
 is my master's will. Henceforth I deal in  
 whispers. The speech of my heart will be  
 carried on in murmurings of a song.

Men hasten to the King's market. All the  
 buyers and sellers are there. But I have my  
 untimely leave in the middle of the day, in  
 the thick of work.

Let then the flowers come out in my gar-  
 den, though it is not their time ; and let the  
 midday bees strike up their lazy hum.

Full many an hour have I spent in the strife  
 of the good and the evil, but now it is the  
 pleasure of my playmate

of the empty days to draw my heart on to  
 him ; and I know not why is this sudden  
 call to what useless inconsequence !

মরণ যেদিন দিনের শেষে

আসবে তোমার দুয়ারে  
সেদিন তুমি কী ধন দিবে উহারে।

ভরা আমার পরানখানি  
সম্মুখে তার দিব আনি,  
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—  
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

কত শরৎ - বসন্ত - রাত,  
কত সম্মুখা, কত প্রভাত  
জীবনপাত্রের কত যে রস বরষে—  
কতই ফলে কতই ফুলে  
হৃদয় আমার ভরি তুলে  
দুঃখসুখের আলোছায়ার পরশে।

যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন  
এতদিনের সব আয়োজন  
চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে—  
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

গীতাঞ্জলি ১১৪

90

ON the day when death will knock at  
thy door what wilt thou offer to him ?

Oh, I will set before my guest the full  
vessel of my life I will never let him go  
with empty hands.

All the sweet vintage of all my autumn  
days and summer nights, all the earnings  
and gleanings of my busy life will I place  
before him at the close of my days when  
death will knock at my door.

ওগো আমার এই জীবনের

শেষ পরিপূর্ণতা

মরণ, আমার মরণ, তুমি

কও আমারে কথা।

সারা জনম তোমার লাগি

প্রতিদিন যে আছি জাগি,

তোমার তরে বহে বেড়াই

দুঃখসুখের ব্যথা।

মরণ, আমার মরণ, তুমি

কও আমারে কথা।

যা পেয়েছি, যা হয়েছি,

যা-কিছু মোর আশা,

না জেনে ধায় তোমার পানে

সকল ভালোবাসা।

মিলন হবে তোমার সাথে,

একটি শুধু দৃষ্টিপাতে,

জীবনবধু হবে তোমার

নিত্য-অনুগতা।

মরণ, আমার মরণ, তুমি

কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে

আমার চিত্তমাবে,

কবে নীরব হাস্যমুখে

আসবে বরের সাজে।

সেদিন আমার রবে না ঘর,

কেউ-বা আপন কেউ-বা অপর,

বিজন রাতে পতির সাথে

মিলবে পতিরতা।

মরণ, আমার মরণ, তুমি

কও আমারে কথা।

গীতাঞ্জলি ১১৬

91

O THOU the last fulfilment of life, Death,  
my death, come and whisper to me ! . Day  
after day have I kept watch for thee; for  
thee have I borne the joys and pangs of life.

All that I am, that I have, that I hope and all  
my love have ever flowed towards thee in  
depth of secrecy. One final glance from thine  
eyes and my life will be ever thine own.

The flowers have been woven and the gar-  
land is ready for the bridegroom. After the  
wedding the bride shall leave her home and  
meet her lord alone in the solitude of night.

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,  
 পড়িবে নয়ন-’ পরে অস্তিম নিমেষ।  
 পরদিনে এইমতো পোহাইবে রাত,  
 জাগ্রত জগৎ-’ পরে জাগিবে প্রভাত।  
 কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,  
 সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।  
 সে-কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে  
 আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।  
 যাহা কিছু হেরি চোখে চোখে কিছু তুচ্ছ নয়;  
 সকলি দুর্লভ ব’লে আজি মনে হয়।  
 দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান  
 দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।  
 যা পাই নি তাও থাক, যা পেয়েছি তাও—  
 তুচ্ছ ব’লে যা চাই নি তাই মোরে দাও।

চৈতালি : দুর্লভ জন্ম

I KNOW that the day will come when my sight of this earth shall be lost, and life will take its leave in silence, drawing the last curtain over my eyes.

Yet stars will watch at night, and morning rise as before, and hours heave like sea waves casting up pleasures and pains.

When I think of this end of my moments, the barrier of the moments breaks and I see by the light of death thy world with its careless treasures. Rare is its lowliest seat, rare is its meanest of lives.

Things that I longed for in vain and things that I got let them pass. Let me but truly possess the things that I ever spurned and overlooked.

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো, ভাই,  
 সব্বারে আমি প্রণাম করে যাই।  
 ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি,  
 রাখি না আর ঘরের দাবি,  
 সবার আজি প্রসাদবাণী চাই—  
 সব্বারে আমি প্রণাম করে যাই।

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,  
 দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।  
 প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,  
 নিবিয়া গেল কোণের বাতি,  
 পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই—  
 সব্বারে আমি প্রণাম করে যাই।

গীতিমাল্য ২৬

I HAVE got my leave. Bid me farewell,  
 my brothers 1 1 bow to you all and take  
 my departure.

Here I give back the keys of my door and  
 I give up all claims to my house. I only  
 ask for last kind words from you.

We were neighbours for long, but I re-  
 ceived more than I could give. Now the  
 day has dawned and the lamp that lit my  
 dark corner is out. A summons has come  
 and I am ready for my journey.

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে  
 সবাই জয়ধ্বনি কর,  
 ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,  
 আমার পথ হল সুন্দর  
 কি নিয়ে যাব সেথা  
 ওগো তোরা ভাবিস নে তা,  
 শূন্য হাতেই চলব, বহিয়ে  
 আমার ব্যাকুল অন্তর।

মালা পরে যাব মিলন-বেশে,  
 আমার পথিক-সজ্জা নয়।  
 বাধা বিপদ আছে মারের দেশে,  
 মনে রাখি নে সেই ভয়।  
 যাত্রা যখন হবে সারা  
 উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,  
 পূরবীতে করুণ বাঁশরি,  
 দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

গীতিমাল্য ২১

94

AT this time of my parting, wish me good luck, my friends ! The sky is flushed with the dawn and my path lies beautiful.

Ask not what I have with me to take there. I start on my journey with empty hands and expectant heart.

I shall put on my wedding garland. Mine is not the redbrown dress of the traveller, and though there are dangers on the way I have no fear in my mind.

The evening star will come out when my voyage is done and the plaintive notes of the twilight melodies be struck up from the King's gateway.



জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে-ক্ষণে  
 এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে,  
 সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে  
 ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ফ্রোড়ে  
 অর্ধরাতে মহারণ্যে মুকুলের মতো।  
 তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত  
 যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা  
 কনককিরণ-গাঁধা নীলাম্বর-পরা,  
 নিরখিনু সুখে-দুঃখে-খচিত সংসার,  
 তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার  
 নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম  
 নিতান্তই পরিচিত, একান্তই মম।

বৃপহীন জ্ঞানাভীত ভীষণ শক্তি  
 ধরেছে আমার কাছে জননীমুরতি।

নৈবেদ্য ৮৯

মৃত্যু অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে  
 ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।  
 সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি  
 জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি  
 দুই ভুজে।

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার  
 কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার  
 জনমমূহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,  
 তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে  
 সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার  
 মুহূর্তে চেনার মতো, জীবন আমার  
 এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়—  
 মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,  
 মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

নৈবেদ্য ৯০

I WAS not aware of the moment when I first crossed the threshold of this life.

What was the power that made me open out into this vast mystery like a bud in the forest at midnight !

When in the morning I looked upon the light I felt in a moment that I was no stranger in this world, that the inscrutable without name and form had taken me in its arms in the form of my own mother.

Even so, in death the same unknown will appear as ever known to me. And because I love this life, I know I shall love death as well.

The child cries out when from the right breast the mother takes it away, in the very next moment to find in the left one its consolation.

যাবার দিনে এই কথাটি

বলে যেন যাই—

যা দেখেছি যা পেয়েছি

তুলনা তার নাই।

এই জ্যোতিঃসমুদ্রমাবে

যে শতদল পদ্ম রাজে

তারই মধু পান করেছি,

ধন্য আমি তাই—

যাবার দিনে এই কথাটি

জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে

কতই গেলেম খেলে,

অপবূপকে দেখে গেলেন

দুটি নয়ন মেলে।

পরশ যাঁরে যায় না করা

সকল দেহে দিলেন ধরা,

এইখানে শেষ করেন যদি

শেষ করে দিন তাই—

যাবার বেলা এই কথাটি

জানিয়ে যেন যাই।

গীতাঞ্জলি ১৪২

96

WHEN I go from hence let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable.

I have tasted of the hidden honey of this lotus that expands on the ocean of light, and thus am I blessed let this be my parting word.

In this playhouse of infinite forms I have had my play and here have I caught sight of him that is formless.

My whole body and my limbs have thrilled with his touch who is beyond touch ; and if the end comes here, let it come let this be my parting word.

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে  
 তখন কে তুমি তা কে জানত  
 তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,  
 জীবন বহে যেত অশান্ত  
 তুমি ভেরের বেলা ডাক দিয়েছ কত  
 যেন আমার আপন সখার মতো,  
 হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেন ছুটে  
 সেদিন কত-না বন-বনান্ত।

ওগো, সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান  
 কোনো অর্থ তাহার কে জানত।  
 শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,  
 সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।  
 হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি  
 স্তম্ভ আকাশ, নীরব শশী রবি,  
 তোমার চরণপানে নয়ন করি নত  
 ভুবন দাড়িয়ে আছে একান্ত।

গীতাঞ্জলি ৬৮

WHEN my play was with thee I never  
 questioned who thou wert. I knew nor  
 shyness nor fear, my life was boisterous.

In the early morning thou wouldst call me  
 from my sleep like my own comrade and  
 lead me running from glade to glade.

On those days I never cared to know the  
 meaning of songs thou sangest to me.  
 Only my voice took up the tunes, and my  
 heart danced in their cadence.

Now, when the playtime is over, what is  
 this sudden sight that is come upon me ?  
 The world with eyes bent upon thy feet  
 stands in awe with all its silent stars.

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।

দূরে রব কত আপন বলের ছলে।

জানি আমি জানি, ভেসে যাবে অভিমান,

নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,

শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,

পাষণ তখন গলিবে নয়নজলে।

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে,

লুকানো রবে না মধু চিরদিনতরে।

আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,

ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,

কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি,

পরম মরণ লভিব চরণতলে।

গীতিমাল্য ২৪

98

I WILL deck thee with trophies, garlands  
of my defeat. It is never in my power to  
escape unconquered.

I surely know my pride will go to the wall,  
my life will burst its bonds in ex-ceeding  
pain, and my empty heart will sob out in  
music like a hollow reed, and the stone will  
melt in tears.

I surely know the hundred petals of a lotus  
will not remain closed for ever and the se-  
cret recess of its honey will be bared.

From the blue sky an eye shall gaze upon  
me and summon me in silence. Nothing will  
be left for me, nothing whatever, and utter  
death shall I receive at thy feet.

আমি হাল                    ছাড়লে তবে  
                   তুমি হাল                    ধরবে জানি।  
 যা হবার                    আপনি হবে,  
                   মিছে এই                    টানাটানি।  
 ছেড়ে দে                    দে গো ছেড়ে,  
 নীরবে                    যা তুই হেরে,  
 যেখানে                    আছিস বসে  
                   বসে থাক্                    ভাগ্য মানি।  
 আমার এই                    আলোগুলি  
                   নেবে আর                    জ্বালিয়ে তুলি,  
 কেবলি,                    তারি পিছে  
                   তা নিয়েই                    থাকি ভুলি।  
 এবার এই                    আঁধারেতে  
 রহিলাম                    আঁচল পেতে,  
 যখনি                    খুশি তোমার  
                   নিয়ে সেই                    আসনখানি

গীতিমাল্য ৬

99

WHEN I give up the helm I know that  
 the time has come for thee to take it.  
 What there is to do will be instantly done.  
 Vain is this struggle.

Then take away your hands and silently  
 put up with your defeat, my heart, and  
 think it your good fortune to sit perfectly  
 still where you are placed.

These my lamps are blown out at every  
 little puff of wind, and trying to light  
 them I forget all else again and again.

But I shall be wise this time and wait in  
 the dark, spreading my mat on the floor  
 ; and whenever it is thy pleasure, my  
 lord, come silently and take thy seat here.

১০০

রূপ -সাগরে ডুব দিয়েছি

অরূপ - রতন আশা করি;

ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর

ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

সময় যেন হয় রে এবার

টেউ - খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,

সুখায় এবার তলিয়ে গিয়ে

অমর হয়ে রব মরি।

যে গান কানে যায় না শোনা

সে গান যেথায় নিত্য বাজে,

প্রাণের বীণা নিয়ে যাব

সেই অতলের সভা - মাঝে।

চিরদিনের সুরটি বেঁধে

শেষ গানে তার কান্না কেঁদে

নীরব যিনি তাঁহার পায়ে

নীরব বীণা দিব ধরি।

গীতাঞ্জলি ৪৭

100

I DIVE down into the depth of the ocean of forms, hoping to gain the perfect pearl of the formless.

No more sailing from harbour to harbour with this my weather-beaten boat. The days are long passed when my sport was to be tossed on waves.

And now I am eager to die into the deathless.

Into the audience hall by the fathom less abyss where swells up the music of toneless strings I shall take this harp of my life.

I shall tune it to the notes of for ever, and, when it has sobbed out its last utterance, lay down my silent harp at the feet of the silent.

১০১

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি  
বাহির - মনে  
চিরদিবস মোর জীবনে।  
নিয়ে গেছে গান আমারে  
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,  
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই  
এই ভুবনে।

কত শেখা সেই শেখালো,  
কত গোপন পথ দেখালো,  
চিনিয়ে দিল কত তারা  
হৃদগগনে।

বিচিত্র সুখ - দুখের দেশে  
রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে  
সম্প্রাভেলায় নিয়ে এল  
কোন্ ভুবনে।

গীতাঞ্জলি ১৩২

101

EVER in my life have I sought thee with my songs. It was they who led me from door to door, and with them have I felt about me, searching and touching my world.

It was my songs that taught me all the lessons I ever learnt ; they showed me secret paths, they brought before my sight many a star on the horizon of my heart.

They guided me all the day long to the mysteries of the country of pleasure and pain, and, at last, to what palace gate have they brought me in the evening at the end of my journey ?

তোমায় চিনি ব'লে আমি করেছি গরব  
লোকের মাঝে;  
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়  
অনেক অনেক সাজে।  
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়  
'কে গো সে', শুধায় তব পরিচয়  
'কে গো সে'—  
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,  
আমি শুধু বলি 'কী জানি কী জানি'।  
তুমি শূনে হাস, তারা দুষে মোরে  
কী দোষে!

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি  
অনেক গানে।  
গোপন বারতা লুকায় রাখিতে  
পারি নি আপন প্রাণে।  
কত জন মোরে ডাকিয়া করেছে,  
'যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে  
কিছু কি?'  
তখন কী কই নাহি আসে বাণী,  
আমি শুধু বলি 'অর্থ কী জানি'।  
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে  
মুচুকি।

তোমায় জানি না, চিনি না, একথা বলে তো  
কেমনে বলি!  
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,  
খনে খনে যাও ছলি।  
জ্যোৎস্নানিশীথে, পূর্ণ শশীতে,  
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে—  
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়  
লখিতে।  
বক্ষে সহসা উঠিয়াছে দুলি,  
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,  
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ  
চকিতে।

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি  
কথার ডোরে।  
চিরকাল - তারে গানের সুরেতে  
রাখিতে চেয়েছি ধরে।  
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,  
বাঁধিতে ভরেছি কোমল নিখাদ—  
তবু সংশয় জাগে ধরা তুমি  
দিলে কি!  
কাজ নাই— তুমি যা খুশি তা করো,  
ধরা নাই মোর মন হরো,  
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন  
পুলকি।

102

I BOASTED among men that I had known you. They see your pictures in all works of mine. They come and ask me, "Who is he?" I know not how to answer them. I say, "Indeed, I cannot tell." They blame me and they go away in scorn. And you sit there smiling.

I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes out from my heart. They come and ask me, "Tell me all your meanings." I know not how to answer them. I say, "Ah, who knows what they mean!" They smile and go away in utter scorn. And you sit there smiling.



১০৩

একটি নমস্কারে, প্রভু,

একটি নমস্কারে

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক

তোমার এ সংসারে।

ঘন শ্রাবণ - মেঘের মতো

রসের ভারে নষ নত

একটি নমস্কারে, প্রভু,

একটি নমস্কারে

সমস্ত মন পড়িয়া থাক্

তব ভবন-দ্বারে।

নানা সুরের আকুল ধারা

মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা

একটি নমস্কারে, প্রভু,

একটি নমস্কারে

সমস্ত গান সমাপ্ত হোক

নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানস - যাত্রী

তেমনি সারা দিবস - রাত্রি

একটি নমস্কারে, প্রভু,

একটি নমস্কারে

সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক

মহামরণ - পারে।

গীতাঞ্জলি ১৪৮

103

IN one salutation to thee, my God, let all  
my senses spread out and touch this world  
at thy feet.

Like a rain-cloud of July hung low with its  
burden of unshed showers let all my mind  
bend down at thy door in one salutation to  
thee.

Let all my songs gather together their di-  
verse strains into a single current and flow  
to a sea of silence in one salutation to thee.

Like a flock of homesick cranes flying night  
and day back to their mountain nests let all  
my life take its voyage to its eternal home  
in one salutation to thee.